মহাকবি ভারবি রচিত

কিরাতার্জুনীয়ম্

প্রথম সর্গ

অনুক্রমণিকা, মূলশ্লোক, অন্বয়, বাচ্যান্তর, মল্লিনাথকৃত ঘণ্টাপথ টীকা,
বঙ্গার্থ, ব্যাকরণ, বিষয়মুখী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর, রচনাভিত্তিক
প্রশ্নোত্তর, ব্যাখ্যা ও শ্লোকসূচী সম্বলিত।
[মডেল প্রশ্নের সমাধান সহ]

শ্রীঅশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এ. (ডবল) বি. এড., পঞ্চতীর্থ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) প্রাক্তন সংস্কৃতাধ্যাপক
মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়, ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

পরিবেশক ঃ

বলরাম প্রকাশনী

১০১ সি বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাক্ষিণাত্যে এসে বসবাস করতে থাকেন। কবি একবার স্থানীয় শাসক বিষ্ণুবর্ধনের সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে মাংস খেতে বাধ্য হন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি তীর্থযাত্রা করেছিলেন। তখনই দুর্বিনীতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। একদিন দুর্বিনীতের কাছে ঐ দেশের রাজা ভারবিরচিত একটি শ্লোক শুনে মুগ্ধ হন এবং কবিকে রাজদরবারে আসন দেন। সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী তাঁর গ্রন্থে কবির জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, কবি কিছুদিনের জন্য কাঞ্চীরাজ সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্র বিক্রমের নিকটও অবস্থান করেছিলেন। আর বিষ্ণুবর্ধন স্বতন্ত্র রাজবংশ স্থাপন করলে ভারবি তাঁর রাজসভাতেও বেশ কিছুদিন ছিলেন।

'অবন্তিসুন্দরী কথা' গ্রন্থে —

'অস্ত্যানন্দপুরং নাম প্রদেশে পশ্চিমোত্তরে।
আর্যদেশশিরোরত্নং যত্রাসন্ বহবো নৃপাঃ ॥
ততোঽভিনিঃসৃতা কাচিৎ কৌশিক ব্রহ্মসন্ততিঃ।
সুরলোকাদিবায়ান্তী পুণ্যতীর্থা সরস্বতী ॥'
"নাসিক্যভুমাবৌৎসুক্যান্ মূলদেব নিবেশিতাম্। ॥
প্রাপ্যাচলপুরং.....রীমধিবসত্যসৌ ॥
তস্যাং নারায়ণস্বামি নাম্না নারায়ণোদরাৎ ॥
দামোদর ইতি শ্রীমানাদিদেব ইবা ভবৎ ॥
স মেধাবী কবিবিদ্বান ভারবিঃ প্রভবো গিরাম্ ॥
অনুরুধ্যাকরোন্মৈত্রীং নরেন্দ্রে বিষ্ণুবর্ধনে ॥'

কবির কাল ঃ

কালিদাসের মত ভারবিও তাঁর কাল সম্পর্কে নীরব। তবে কালিদাসের কালের মত ভারবির কাল বিষয়ে মতান্তর বা সন্দিগ্ধতা নাই। কতকগুলি সাক্ষ্যের সাহায্যে ভারবির একটি সর্বজনস্বীকৃত কাল নির্ণয় করা সম্ভব হ'য়েছে। ঐ সাক্ষ্যগুলির মাধ্যমে ভারবিকে ষষ্ঠ শতকের শেষদিকের কবি বলে মনে হ'য়েছে। প্রধানসাক্ষ্যটি হলো দক্ষিণ ভারতের আইহোল শিলালিপি। এই শিলালিপির লেখক রবিকীর্তি দ্বিতীয় পুলকেশীর আশ্রিত কবি। দ্বিতীয় পুলকেশীর সময় ৬৪২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। সুতরাং ভারবির সময় তারও কিছু আগে। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতে মান্যপুর নগরে ৬৯৫ শকাব্দে লেখা একটি দানপত্রে কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের নামের উল্লেখ আছে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর টীকাকার — জয়াদিত্য বামন কাশিকাবৃত্তিতে ভারবির নাম উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত উল্লেখও ভারবিকে ৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ের কবি বলে নির্দেশ করে। কবির কাল সম্বন্ধে কীথ বলেছেন যে ভারবির কাল ৫০০ থেকে ৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

কিম্বদন্তী ঃ যে সমস্ত প্রসিদ্ধ বিষয়ে সাক্ষাৎ ইতিহাস নাই সে সমস্ত ক্ষেত্রে একটি দুটি কিম্বদন্তী প্রায়ই গড়ে ওঠে। আদিকবি বাল্মীকি সম্পর্কে কিংবদন্তীকে কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর

বাংলা রামায়ণে স্থান করে দেওয়ায় রামায়ণ রচনার প্রকৃত পটভূমি খানি এখন জনমানস থেকে হারিয়ে গিয়ে সেখানে রত্নাকরের কাহিনীটি স্থান লাভ করেছে।

মহাকবি কালিদাসের কবিত্ব লাভের কাহিনীটিও নিতান্ত অমূলক হ'লেও জনচিত্তে দৃঢ়মূল হয়ে বিরাজ করেছে।

ভারবির সম্পর্কেও অনুরূপ একটি কিংবদন্তী আছে। পূর্বে প্রায় আবালবৃদ্ধ সকলেরই মুখে মুখে এই কাহিনীটি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সংস্কৃত ভাষাচর্চা প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে যাওয়ায় এসমস্ত লৌকিক কাহিনীও লোকসমাজ থেকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই কাহিনীটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আনন্দপুর নামক এক গ্রামে শ্রীধর নামে এক নিষ্ঠাবান বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর পত্নী ছিলেন নামে এবং গুণে সুশীলা। কিছুদিন বাদে তাঁদের কোল আলো করে একটি পুত্র সন্তান জন্মাল। শ্রীধর পুত্রের ভাগ্যবিচার করে দেখলেন এ ভবিষ্যতে যেরূপ মনীষা, প্রজ্ঞা ও খ্যাতির অধিকারী হবে তাতে এ সন্তান কেবল তাদের কোল আর ঘরই আলো করবে না। সূর্যের মত পৃথিবী-আলো করা হবে এর দীপ্তি। তাই নাম দিলেন ভারবি।

ভারবি ধীরে ধীরে বড় হয়, কিন্তু তার বয়সের থেকে বিদ্যা এবং জ্ঞান যেন আরও বেশি তাড়াতাড়ি করে বাড়তে থাকে। মুখে মুখে শ্লোক রচনা করে। আবার যেমন তেমন শ্লোক নয় —— যাতে রস, অলঙ্কার, ছন্দের সুন্দর পরিপাটী আছে। পাড়ার প্রতিবেশীরা ভারবিকে খাতির করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে মুখে মুখে তৈরী করা শ্লোক শোনে।

মাতা-পিতার তো আনন্দ হওয়ারই কথা। এই আনন্দকে বেশি করে উপভোগ করার জন্য বাবা ছেলের বিবাহের ব্যবস্থাও করলেন। ভৃগুকচ্ছের অধিবাসী চন্দ্রকীর্তির মেয়ে রসিকার সঙ্গে ভারবির বিবাহ হয়ে গেল।

সেকালের কবি-পণ্ডিতদের চাকুরী বলতে একমাত্র রাজসভায়। সেখানে পৌঁছুতে হলে আগে সামাজিক পরিচিতি গড়ে তুলতে হবে। অতএব সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করা হলো ভারবির প্রাথমিক কাজ। সে হিসাবে তিনি সর্বত্র নিজের গুণপনা দেখিয়ে মানুষের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা পেতে শুরু করলেন। কিন্তু এসময় তাঁর বাড়ী থেকেই এক চরম বাধার সৃষ্টি হলো। একদিকে অপরে ভারবির যত প্রশংসা করে, অন্যদিকে তাঁর পিতা ঠিক সেইরূপই নিন্দা করতে থাকেন। তাঁর উক্তি ও রচনার মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে সেগুলিকে খুঁজে খুঁজে বার করে প্রায়ই তিনি ভারবিকে অপদস্থ করতে থাকেন।

মানুষ, সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলে অঘটন ঘটায়। ভারবির ক্ষেত্রেও তাই হ'লো। তিনি রাগে ক্ষোভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে একদিন পিতাকে হত্যা করবে বলেই মনস্থ করে।

সেদিনটি ছিল পূর্ণিমা। পূর্ণিমার রাত্রিতে চারদিক চাঁদের জ্যোৎস্নায় আলো-ঝলমল করছে। এক ভারবির মনে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। আজ সে নিজের পিতাকে

নিজের হাতে হত্যা করবে। পিতা-মাতা ঘরে শুতে গেলেন। ভারবিও দরজার কাছে হাতিয়ার নিয়ে তাঁদের ঘুমানর সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময় ভারবির কানে এল এক অদ্ভুত শব্দ। ঘরের ভিতর শুয়ে শুয়ে তার পিতা তার মাকে বলছেন যে, আজকের এই জ্যোৎস্নার থেকেও আমার ভারবির বুদ্ধি বেশি স্বচ্ছ। মাও স্বামীর মুখে পুত্রের এরূপ প্রশংসা শুনে অবাক। প্রথমে ভাবলেন ব্যঙ্গ বা উপহাস করছেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, না। ব্যঙ্গ বা উপহাস নয়। আমি জানি ভারবি এখন সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি আমিও তার প্রশংসা করি, তাহলে তার মনে অহঙ্কার জন্মাবে, আর তার ফলে তার অবনতিই ঘটবে। তাই তাকে আরও বড় আরও উন্নত করার জন্যই তার নিন্দা করে তার জ্ঞান আহরণের জেদটাকে বাড়িয়ে দিই।

পিতার এই কথা শুনে ভারবি লজ্জায় অনুতাপে মর্মাহত হয়েও আর দূরে না থেকে নিজের দুষ্ট অভিপ্রায়ের কথা পিতাকে জানিয়ে পিতার কাছেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইলেন। পিতা পুত্রের কাতরতায় মুগ্ধ হয়েও তার আরও চিত্তশুদ্ধির জন্য বিধান দিলেন যে, তাকে এক বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে থেকে সাধারণ ভৃত্যের মত গো পরিচর্যা করতে হবে।

পিতার আদেশমত ভারবী স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে গো পরিচর্যার কাজ শুরু করলেন। স্থির হলো তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গোয়ালঘরেই থাকবেন এবং সাধারণ ভৃত্যকে যেমন খাবার দেওয়া হয়, তাই তিনি নিয়ে দুজনে ভাগ করে খাবে। এই খাওয়ার পর আর কোনও আহার্য নাই। ফলে দেহ-মন দুইই দিন দিন ভেঙে পড়ছে। অবশেষে একদিন আর অভাবের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে একটি পাতায় একটি শ্লোক লিখে স্ত্রীকে বেচতে পাঠালেন। সৌভাগ্যবশতঃ বর্ধমান নামক এক বণিকের স্ত্রী সেটি কিনে নিলেন। এসময় থেকেই ভারবির ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা হলো।

বণিক পত্নীর অর্থ আছে, কিন্তু সুখ নাই। গত পনর বছর আগে তাঁর স্বামী বাণিজ্য করতে গিয়ে আর ফেরেন নি এবং তার কোনরূপ সংবাদও পাওয়া যায় নি। তাই বণিক পত্নী তখন পনের বছরের একমাত্র সন্তান ও সাহিত্য নিয়েই সময় কাটান। তিনি ঐ শ্লোকটি নিজের খাটের পাশে সুন্দর করে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই বণিক ঘটনাক্রমে মধ্যরাত্রিতে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এসে দেখলেন ঘরের মধ্যে একই বিছানায় তাঁর স্ত্রী ও একটি সুন্দর তরুণ শুয়ে ঘুমাচ্ছে। বণিক সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন এই ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে আগে হত্যা করবে তারপর ঐ তরুণকেও। তরবারি নিয়ে দরজা খুলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল সেই শ্লোকটি যার শেষ পাদটি হ'লো — 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেক-পরমাপদাং পদম্ ॥ (কি.২।৩০) যার অর্থ হলো — সহসা কোন কিছু করা উচিত নয়, বিবেকহীনতা হচ্ছে সমস্ত বিপদের আকর।

বণিক থেমে গেলেন। তরবারি রেখে দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে জাগালেন। স্ত্রী ঘুম থেকে চোখ মেলে স্বামীকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনন্দে কি করবে ভেবে না পেয়ে

— প্রথমেই ছেলেকে ডাকতে লাগলো, দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ তোর বাবা এসেছে। স্বামীকেও বললেন, তোমার ছেলেকে দ্যাখ — কত বড় হয়েছে। তুমি তো সেই গর্ভে আছে দেখে গেছ।

বণিক এবার স্থির হয়ে গেছে। সে হাসবে না কাঁদবে? মনে মনে ভাবেন যে, এখনি সে কতবড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল! কিছুক্ষণ বাদে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, ঐ শ্লোকটি কোথা থেকে পেল? ঐ শ্লোকটিই আজ আমায় সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়ে সুখের আস্বাদ দিয়েছে। বণিক পত্নী ভারবির দুরবস্থার কথা জানতেন বলেই শ্লোকটি কিনেছেন একথা শোনা মাত্র বণিক স্ত্রীকে নিয়ে ভারবির কাছে গিয়ে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে আসেন।

এরপর ভারবি বৎসরান্তে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর নিকট ছিল বণিকের দেওয়া প্রচুর ধন এবং 'কিরাতার্জুনীয়ম্' নামক অমূল্য রত্ন। তিনি ঐ গো-পরিচর্যার সময়ই কাজের ফাঁকে ফাঁকে 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যটি রচনা করেছিলেন।

কবির রচনা ঃ

ভারবির একটিমাত্র রচনা 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্য। সংখ্যায় একটি হ'লেও গুণগত উৎকর্ষে ঐ একটি কাব্যই কবিকে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করিয়েছে। অষ্টাদশ সর্গে রচিত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের কাহিনী মহাভারতের বনপর্ব থেকে নেওয়া। কেউ কেউ বলেন মহাশিবপুরাণ এই কাহিনীর উৎস। কিন্তু একথা সর্বজন স্বীকৃত নয়। কবির কাহিনীবিস্তারের সঙ্গে মহাভারতের কাহিনীবিন্যাসের কিছু অমিল আছে। আলঙ্কারিকদের বিচারে মহাকাব্য রচনায় কবির কল্পনায় কিছু নতুনত্বের সৃষ্টি হতে পারে। কবির সে স্বাধীনতা আছে।

রচনার বিষয়বস্তু ঃ

বনবাসকালে পাণ্ডবদের দ্বৈতবনে থাকার সময় সেখানে ব্যাসদেব এসে শিবের কাছ থেকে অস্ত্রলাভ করার জন্য অর্জুনকে ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। অর্জুনের তপস্যা দেখে দেবতারা ভয় পেয়ে শিবের শরণাপন্ন হন। দেবতাদের প্রার্থনায় একদিন শিব ও পার্বতী কিরাতের বেশে অর্জুনের নিকট উপস্থিত হন এবং একটি বরাহকে তীরবিদ্ধ করার ব্যাপার নিয়ে কিরাত ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ঐ যুদ্ধে অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে কিরাতরূপী মহাদেব অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন।

রচনাশৈলী ঃ

ভারবির অসামান্য জনপ্রিয়তা ও অসাধারণ প্রতিভার একমাত্র প্রতিভূ 'কিরাতার্জুনীয়ম্', কাব্যের মূল উপাদানটুকু তিনি মহাভারতের বনপর্ব বা শিবপুরাণ

থেকে সংগ্রহ করে যে কল্পনার সূক্ষ্ম জালখানি বিস্তার করেছিলেন তাতে দীর্ঘ আঠারটি সর্গ পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাতে একদিকে যেমন গুরুগম্ভীর নীতিবিজ্ঞান, কূটরাজনীতি ও ওজোগুণসম্পন্ন বীরধর্ম তথা ক্ষাত্রধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ ও সুষ্ঠু আলোচনায় বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমন অপরদিকে বন, পর্বত, শরৎ প্রভৃতি নিসর্গ দৃশ্য বর্ণনার অবসরে এমন নিখুঁত কথাচিত্র এঁকেছেন যে, যাতে এটিকে কবির কাব্যভূমির কল্পবৃক্ষের ফসল বলে অভিহিত করা যায়।

কবির কল্পনাবিলাসবশতঃ এই কাব্যে এক এক স্থলে অলৌকিকতা অধিকমাত্রায় আরোপিত হওয়ায় বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হলেও কাব্যসুষমার হানি ঘটেছে বললে তাঁর রচনার বিরুদ্ধে অমূলক অপবাদ করা হয়। তাঁর কাব্যারম্ভে শ্রী ও প্রতি সর্গের শেষে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ তাঁর কবিত্ব শক্তিরই পরিচায়ক। তিনি ছিলেন শব্দযাদুকর। ফলে তিনি একটি বর্ণ ও দুটি বর্ণকে নিয়ে যে শ্লোক রচনা করেছেন তা বিস্ময়াবহ। তার একটি নিদর্শন —

'ন নোননুন্নো নুন্নো নো নামা নানাননা ননু।
নন্নোহনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ' ॥ ১৫।১৪

পঞ্চদশসর্গে শব্দকে স্বেচ্ছামত প্রয়োগ করে অনেকসময় এমন এক কৃত্রিম বন্ধের সৃষ্টি করেছেন যা একমাত্র ভারবির দ্বারাই সম্ভব। এজাতীয় একটি শ্লোক —

'দেবাকানি নিকাবাদে বাহিকা স্ব স্বকাহির্বা।
কাকারেভভরে কাকা নিস্বভব্য ব্যভস্বনি' ॥ ১৫।২৪

এ জাতীয় শ্লোকগুলির জন্য বিরুদ্ধ সমালোচকগন কৃত্রিম শব্দসজ্জার অপচেষ্টা বলে নিন্দা করলেও শ্লোকগুলির অর্থপ্রাধান্য বিচার করলে ঐ নিন্দাবাদ স্তুতিবাদে রূপান্তরিত হয়। ভারবির সংক্ষিপ্ত অর্থভূয়িষ্ট শব্দ-প্রয়োগ দক্ষতাকে অভিনন্দিত ক'রে প্রথিতযশা টীকাকার মল্লিনাথ বলেছেন, ভারবির কাব্য কঠিন বহিরাবরণযুক্ত অন্তঃসারবিশিষ্ট নারিকেল ফল তুল্য —

'নারিকেল ফল সম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্‌বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তরসগর্ভ নির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্' ॥

অন্য এক কবি ভারবির বাণীকে বকুলফুলের মালার সঙ্গে তুলনা করেছেন —

'বিমর্দব্যক্তসৌরভ্যা ভারতী ভারবেঃ কবেঃ।
ধত্তে বকুলমালেব বিদগ্ধানাং চমৎক্রিয়াম্' ॥

একসময় ভারবি একটিমাত্র শ্লোকের সাহায্যে 'ছত্র ভারবি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সেই শ্লোকটি হলো —

'উৎফুল্লস্থলনলিনী নীবনাদমুষ্মাদুদ্ধুতঃ সরসিজসম্ভবঃ পরাগঃ।
বাত্যাভির্বিয়তি বিবর্তিতঃ সমন্তাদাধত্তে কনকাময়াতপত্রলক্ষ্মীম্' ॥ ৫।৩৯

ভারবি তাঁর কাব্যে কবিত্বশক্তির পাশাপাশি ব্যাকরণশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ও ছন্দঃশাস্ত্রের যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন তার প্রতিকূল সমালোচনা থাকলেও একবাক্যে

বলা যায় তা অননুকরণীয়। তাঁর ঐ বিশাল মহাকাব্যে 'আজন্মে রিষম বিলোচনস্য বক্ষঃ' বাক্যে 'আজন্মে' পদটির প্রয়োগ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যাকরণগত অশুদ্ধি নাই। তিনি তাঁর কাব্যে স্বেচ্ছামত শব্দকে গ্রথিত করে যে গোমূত্রিকাবদ্ধ, সর্বতোভদ্র, অর্ধভ্রমক প্রভৃতি চিত্রবন্ধ রচনা করেছেন তা সংস্কৃত রসসাহিত্যের সম্পদ স্বরূপ।

ভারবি পঞ্চদশ সর্গে এমন শব্দের খেলায় মেতেছিলেন যাতে তাঁকে কূট কবি মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তিনি কূট কবি নন, তিনি ইচ্ছা করলে কত সহজ হতে পারেন তার প্রমাণ — প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত তাঁর অসংখ্য সূক্তি —

'অহো দুরন্তা বলবদ্ বিরোধিতা।' বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।
'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।' 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'।
'দিশত্যপায়ং হি সতামতিক্রমঃ'।

— এরকম মানবজীবনের নানাদিক নিয়ে অসংখ্য সারবান্ বক্তব্য কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যে ছড়িয়ে আছে — যাদের আধার অর্থান্তর ন্যাস এবং যা কবিকে দান করেছে প্রসিদ্ধ প্রশস্তি — **'ভারবেরর্থ গৌরবম্।'**

অর্থগৌরবে আছে মনন, কিন্তু কবিপ্রতিভার দ্যোতকে তো শুধু মনন নয়, কল্পনাও। কবি কল্পনা বিস্তারে ও উপমা সৃষ্টিতেও হীনবল ছিলেন না। তাঁর 'ছত্রভারবি' উপাধিও উপমাগর্ভ একটি শ্লোকের সুবাদেই তিনি লাভ করেছিলেন।

সুতরাং কালিদাসের কাব্যে যে গভীর মননশীলতা ও অনুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায়, তা ভারবির কাব্যে সর্বাংশে না মিললেও বর্ণনাবৈচিত্র্যে, অলঙ্কার পারিপাট্যে ও ছন্দঃসমৃদ্ধিতে সেই অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। বরং এ কথাও অনস্বীকার্য যে কালিদাস কবিকূলে অনুপম হ'লেও ভাব ও ভাষা অপরূপ প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারবির কাব্যে যে নূতন মাধুরী রূপ লাভ করেছে তা কালিদাসের কাব্যেও দুর্লভ। তাই বোধহয় সমালোচকগোষ্ঠী অবশেষে 'উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবম্' বলে দুটি প্রতিভাকে কাব্য জগতের দুটি পৃথক কোটিতে স্থাপন করেছেন।

বস্তুতঃ ভারবি কেবল অর্থগৌরবের বিশেষ ভঙ্গি দিয়েই জনচিত্তকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করেন নি, উপলব্ধির গভীরতায় 'কিরাতার্জুনীয়ম্'কে রসোত্তীর্ণ কাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন।

নামকরণ ঃ

মহাকবি ভারবি এই কাব্যে অর্জুনকে ধীরোদাত্ত নায়ক এবং কিরাতবেশধারী শঙ্করকে প্রতিনায়ক হিসাবে চিত্রিত করেছেন। কাব্যের চরম পরিণতি ঘটেছে কিরাতবেশধারী শঙ্করের সঙ্গে অর্জুনের বিবাদ ও যুদ্ধে এবং ঐ যুদ্ধের দ্বারাই কিরাতের নিকট অর্জুনের দিব্য পাশুপত অস্ত্রলাভ। সুতরাং কাব্যের নামকরণ যথার্থ। প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে হয় — কিরাতশ্চ অর্জুনশ্চ ইতি কিরাতার্জুনৌ = দ্বন্দ্ব। তৌ অধিকৃত্য কৃতং কাব্যম্ ইতি বাক্যে কিরাতার্জুন + ছ = কিরাতার্জুনীয়ম্।

কথাবস্তুসার ঃ

১ম সর্গ ঃ যুধিষ্ঠিরের নিযুক্ত দূত দ্বৈতবনে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় তার বক্তব্য নিবেদন করল। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের নিরুৎসাহতার জন্য ক্ষোভ করে অগ্নিগর্ভবাণীতে তাঁকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিলেন।

২য় সর্গ ঃ ভীম দ্রৌপদীর বাক্যকে সমর্থন করলেন। যুধিষ্ঠির সকলকে ধীরতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিলেন। এক সময় ব্যাসদেব সেখানে এলেন।

৩য় সর্গ ঃ ব্যাসদেব অর্জুনকে মহাবিদ্যা দান করে আরও বিশেষ শক্তি ও অস্ত্রলাভের জন্য অর্জুনকে ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

৪র্থ সর্গ ঃ অর্জুনের যাত্রাপথে অর্জুনের শরৎশোভা দর্শন।

৫ম সর্গ ঃ অর্জুনের ইন্দ্রকীল পর্বতে আগমন ও গুহ্যকদের উপদেশ।

৬ষ্ঠ সর্গ ঃ অর্জুনের তপস্যায় ভীত গুহ্যকদের অনুরোধে ইন্দ্র অর্জুনের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য অপ্সরাদের প্রেরণ করলেন।

৭ম সর্গ ঃ অপ্সরাদের ইন্দ্রকীল পর্বতে আগমন।

৮ম সর্গ ঃ অপ্সরাদের বনবিহার ও জলকেলি।

৯ম সর্গ ঃ রাত্রিতে অপ্সরাদের মদিরা পান ও কামক্রীড়া।

১০ম সর্গ ঃ ছলাকলায় অর্জুনকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অপ্সরাদের প্রস্থান।

১১শ সর্গ ঃ ইন্দ্র মুনিবেশ ধারণ করে অর্জুনের নিকট এলেন এবং আশীর্বাদ করে মহাদেবের তপস্যা করার জন্য উপদেশ দিয়ে গেলেন।

১২শ সর্গ ঃ অর্জুনের তপস্যার ভয়ে ভীত ঋষিদের প্রার্থনায় শিব তাঁদের আশ্বাস দিলেন যে তিনি কিরাতবেশে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

১৩শ সর্গ ঃ অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত বরাহের উপর অর্জুন ও কিরাতরূপ শিব উভয়েই বাণ ছোঁড়েন। বরাহ মরল। কিন্তু অর্জুন তাঁর তীর তুলতে গেলে কিরাতদূত এসে তাঁকে ভর্ৎসনা করে।

১৪শ সর্গ ঃ কিরাতসৈন্যদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হলে কিরাতসৈন্যরা বিধ্বস্ত হ'ল।

১৫শ সর্গ ঃ পুনরায় কিরাতসৈন্যরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লো।

১৬শ সর্গ ঃ শিব ও অর্জুন উভয়েই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। অর্জুন পরাস্ত হ'লেন।

১৭শ সর্গ ঃ অস্ত্রের ব্যর্থতা দেখে অর্জুন পাথর, গাছের গোড়া প্রভৃতি ব্যবহার করলেন, কিন্তু সে সমস্তও ব্যর্থ হল।

১৮শ সর্গ ঃ শিব ও অর্জুনের মধ্যে শুরু হ'লো মল্লযুদ্ধ। যুদ্ধরত শিব উপরে লাফিয়ে উঠলেন অর্জুন তাঁর পা ধরলেন। শিব স্বরূপ প্রকাশ করলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে পাশুপত অস্ত্র ও ধনুর্বেদ দান করলেন। অন্যান্য দেবতারাও অর্জুনকে নানারকম অস্ত্র দিলেন। অর্জুন কৃতকার্য হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে গেলেন।

'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যের টীকা ও উৎকর্ষ ঃ

ভারবি তাঁর একটিমাত্র সারস্বতকৃতির মাধ্যমেই কবিসমাজে অতুলনীয় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর কিরাতার্জুনীয়ম্ বিদগ্ধ সমাজকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল তা কোনও তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা না গেলেও অনুমানের মানদণ্ডে বিচার করা যায় দুটি দিক দিয়ে।

প্রথমতঃ ভারবির এই কাব্যটির টীকাকারের সংখ্যা প্রায় কুড়িজন। কোন অসাধারণ উৎকর্ষ না থাকলে এত সংখ্যক বিদগ্ধ মানুষ এটির পর্যালোচনা করতেন না। এই টীকাকারদের মধ্যে প্রসিদ্ধ চারজন টীকাকারের নাম — গদসিংহ, প্রকাশবর্ষ, ভরত ও মল্লিনাথ। এঁদের মধ্যে মল্লিনাথের ঘণ্টাপথ নামক টীকা বিশ্ববিশ্রুত। তারপরই যে সমস্ত টীকা জনমানসে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেগুলি হলো — চিত্রভানুর শব্দচন্দ্রিকা, দেবরাজ যজ্বার সুখবোধিনী, হরিকণ্ঠের সারাবলী ও বিদ্যামাধবের টীকা।

অপরদিকে বামন, আনন্দবর্ধন, মহিমভট্ট, মম্মট, রুয্যক, ভোজ, বিশ্বনাথ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত আলংকারিকরা — তাঁদের গ্রন্থে কিরাতার্জুনীয়ম্ থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই কাব্যটি নিজ প্রাধান্যে কবি আলংকারিক সকলের সমীহ ও সম্মান লাভ করেছে।

শ্লোক সূচী

[অকারাদিক্রমে]

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অখণ্ডমাখণ্ডল	২৯	৭০
অথ ক্ষমামেব	৪৪	৯৯
অনারতং তেন	১৫	৪৫
অনারতং যৌ	৪০	৯১
অনেকরাজন্যরথাশ্ব	১৬	৪৬
অবন্ধ্যকোপস্য	৩৩	৭৯
অসক্তমারাধয়তো	১১	৩৮
ইতীরয়িত্বা গিরম্	২৬	৬৫
ইমামহং বেদ ন তাবকীং	৩৭	৮৭
উদারকীর্তেরুদয়ং দয়াবতঃ	১৮	৫০
কথাপ্রসঙ্গেন জনৈঃ	২৪	৬২
কৃতপ্রণামস্য	২	১৭
কৃত্যারিষড়্বর্গজয়েন	৯	৩৪
ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ	৪	২২
গুণানুরক্তামনুরক্ত	৩১	৭৪
তথাপি জিহ্মাঃ স	৮	৩১
তদাশু কর্ত্তুং	২৫	৬৪
দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং	৪১	৯৩
দ্বিষাং বিঘাতায়	৩	২০
ন তেন সজ্জং	২১	৫৬
ন সময়পরিরক্ষণং	৪৫	১০০
নিরত্যয়ং সাম ন	১২	৪০
নিশম্য সিদ্ধিং দ্বিষতাম্	২৬	৬৭
নিসর্গদুর্বোধমবোধবিক্লবাঃ	৬	২৭
পরিভ্রমল্লোহিতচন্দন্যচিতঃ	৩৪	৮২
পুরঃসরা ধামবতাং	৪৩	৯৬
পুরাধিরূঢ়ঃ শয়নং	৩৮	৮৮
পুরোপনীতং নৃপ	৩৯	৯০
প্রলীনভূপালমপি	২৩	৫৯
ভবন্তমেতর্হি	৩২	৭৬
ভবাদৃশেষু প্রমদা	২৮	৬৮
মহীভৃতাং সচ্চরিতৈঃ	২০	৫৪
মহৌজসো মানধন্য	১৯	৫২
বনান্তশয্যাকঠিনীকৃতাকৃতী	৩৬	৮৫
বসূনি বাঞ্ছন্ন	১৩	৪২
বিজিত্য যঃ প্রাজ্যম্	৩৫	৮৩
বিধায় রক্ষান্ পরিতঃ	১৪	৪৩
বিধিসময়নিয়োগাৎ	৪৬	১০২
বিশংকমানো ভবতঃ	৭	২৯
বিহায় শান্তিং নৃপ	৪২	৯৫
ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ	৩০	৭১
শ্রিয়ঃ কুরূণাম্	১	১৩
স কিংসখা সাধু	৫	২৫
সখীনিব প্রীতিযুজো	১০	৩৬
স যৌবরাজ্যে	২২	৫৮
সুখেন লভ্যা দধতঃ	১৭	৪৮

শ্রীঃ

কিরাতার্জুনীয়ম্

প্রথমঃ সর্গঃ

(১)

দুর্যোধনের রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ অবগত হয়ে যুধিষ্ঠিরের নিযুক্ত দূত বনেচরের দ্বৈতবনে আগমন।

'শ্রিয়ঃ কুরূণামধিপস্য পালনীং
প্রজাসু বৃত্তিং যময়ুঙ্ক্ত বেদিতুম্।
স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ
যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ ॥ ১ ॥

শ্রিয়: কুরুণামধিপস্য পালনীঁ প্রজাসু বৃত্তিং যময়ুঙ্ক্ত বেদিতুম্।
স বর্ণিলিঙ্গী বিদিত: সমাযযৌ যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচর: ॥ ১ ।।

গদ্যপাঠ ঃ কুরূণাম্ অধিপস্য শ্রিয়ঃ পালনীম্ প্রজাসু বৃত্তিম্ বেদিতুম্ যম্ অযুঙ্ক্ত সঃ বর্ণিলিঙ্গী বনেচরঃ বিদিতঃ (সন্) দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরম্ সমাযযৌ। ১

বাচ্যান্তরম্ ঃ যঃ অযুজ্যত তেন বর্ণিলিঙ্গিনা বনেচরেণ বিদিতেন.....যুধিষ্ঠির সমাযযে। ১

শব্দার্থ ঃ কুরূণাম (কুরুদেশের) অধিপস্য (রাজার) শ্রিয়ঃপালনীম্ (রাজলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার মূলস্বরূপ) প্রজাসু (প্রজাগণের প্রতি) বৃত্তিম্ (ব্যবহার) বেদিতুম্ (জানার জন্য) যম্ (যাকে — যে কিরাতকে) অযুঙ্ক্ত (নিয়োগ করেছিলেন) সঃ বর্ণিলিঙ্গী (সেই ব্রহ্মচারীর বেশধারী) বনেচরঃ (বনেচর বা কিরাত) বিদিতঃ (অবগত হয়ে) দ্বৈতবনে (দ্বৈতনামক বনে) যুধিষ্ঠিরম্ (যুধিষ্ঠিরের নিকট) সমাযযৌ (উপস্থিত হয়েছিল)। ১

বঙ্গার্থ ঃ কুরুরাজ দুর্যোধনের রাজলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার মূল হেতুস্বরূপ প্রজাদের প্রতি ব্যবহার জানার জন্য (যুধিষ্ঠির) যাকে (যে কিরাতকে) নিয়োগ করেছিলেন, ব্রহ্মচারীর বেশধারী সেই বনেচর বা কিরাত (সমস্ত বৃত্তান্ত) জেনে দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। ১

ঘণ্টাপথ টীকা : অথ তত্রভবান্ ভারবিনামা কবিঃ ''কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে, ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে। সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে, কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥'' ইত্যাদ্যালঙ্কারিক-

वचनप्रामाण्यात् काव्यस्य अनेकश्रेयः साधनताम्, ''काव्यालापांश्च वर्ज्ययेत्'' इति निषेधशास्त्रस्य असत्काव्यविषयताञ्च पश्यन् किरातार्जुनीयाख्यं महाकाव्यं चिकीर्षुः चिकीर्षितार्थाविघ्नपरिसमाप्तिसम्प्रदायाविच्छेदलक्षणफलसाधनत्वात् ''आशीर्नमस्क्रिया वस्तु-निर्देशो वापि तन्मुखम्'' इत्याद्याशीर्वादाद्यन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षणत्वाच्च वनेचरस्य युधिष्ठिरप्राप्तिरुपं वस्तु निर्दिशन् कथामुपक्षिपति — श्रिय इति। आदितः श्रीशब्दप्रयोगाद् वर्णगणादिशुद्धिः अत्र उपयुज्यते। तदुक्तम् — ''देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः। ते सर्वे नैव निन्द्याः स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा'' इति। कुरुणां निवासाः कुरवो जनपदाः। ''तस्य निवासः'' इत्यणप्रत्ययः। ''जनपदे लुप्''। तेषामधिपस्य दुर्य्योधनस्य सम्बन्धिनीम्। शेषे षष्ठी। श्रियो राज्यलक्ष्म्याः। ''कर्तृकर्म्मणोः कृति'' इति कर्म्मणि षष्ठी। पाल्यतेऽनयेति पालनी, तां प्रतिष्ठापिकामित्यर्थः। प्रजारागमूलत्वात् सम्पद इति भावः। ''करणाधिकरणयोश्च'' इति सूत्रेण अत्र करणे ल्युट्। ''ढिड्ढाणञ्'' इत्यादिना ङीप्। प्रजासु जनेषु विषये। ''प्रजा स्यात् सन्ततौ जने'' इत्यमरः। वृत्तिं व्यवहारं वेदितुं यं वनेचरम् अयुङ्क्त नियुक्तवान्। वर्णः प्रशस्ति रस्यास्तीति वर्णो ब्रह्मचारी। तदुक्तम् — ''स्मरणं कीर्त्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्। सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृतिरेव च॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। विपरीतं ब्रह्मचर्य्यमेतदेबाष्टलक्षणम्''॥ एतदष्ट विधमैथुनाभावः प्रशस्तिः। ''वर्णादब्रह्मचारिणि'' इतीनिप्रत्ययः। तस्य लिङ्गं चिह्नमस्यास्तीति वर्णिलिङ्गो ब्रह्मचारिवेशवानित्यर्थः। स नियुक्तः, वने चरतीति वनेचरः किरातः। ''भेदा किरातशवरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः'' इत्यमरः। ''चरेष्ट'' इति टप्रत्ययः। ''तत्पुरुषे कृति बहुलम्'' इत्यलुक्। विदितं वेदनमस्यास्तीति विदितः परवृत्तान्तज्ञानवान् इत्यर्थः। ''अर्श आदिभ्योऽच्'' इत्यच्प्रत्ययः। अथवा कर्त्तरि कर्मधर्मोप्रचारात् विदितवृत्तान्तो विदित इत्युच्यते। उभयत्रापि ''पीता गावः'' ''भुक्ता ब्राह्मणाः'' ''विभक्ता भ्रातरः'' इत्यादिवत् साधुत्वं, न तु कर्त्तरि क्तः। सकर्म्मकेभ्यस्तस्य विधानाभावात्। अतएव भाष्यकारः — ''अकारो मत्वर्थीयः। विभक्तमेषामस्तीति विभक्ताः, जतरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः। विभक्तधना विभक्ताः पीतोदकाः पीता भुक्तान्ना भुक्ता इति।'' अत्र लोपशब्दार्थ माह कैयटः— ''गतार्थप्रयोग एव लोपोऽभिमतः। ''विभक्ता भ्रातरः'' इत्यत्र च धनस्य यद्विभक्तत्वं तद्भ्रातृषूपचर्य्यते। ''पीता गावः'' इत्यत्राप्युदकस्य पीतत्वं गोषु आरोप्यते। ''भुक्ता ब्राह्मणा'' इत्यत्र ''अन्नस्य भुक्तत्वं ब्राह्मणेषु उपचर्य्यते'' इति। तद्वदत्रापि वृत्तान्तगतं विदितत्वं वेदितरि वनेचरे उपचर्य्यते। एतेन ''वनायपीतप्रतिबद्धवत्साम्'' इति ''पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या'' एवमादयो व्याख्याताः। अथवा विदितो विदितवान् सकर्म्मकादप्यविवक्षिते कर्म्मणि कर्त्तरि क्तः। ''आशितः कर्त्ता'' इत्यादौ यथाहुः — ''धातोरर्थान्तरे वृत्तेर्धात्वर्थेनोपसंग्रहात्। प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्म्मणोऽकर्म्मिका क्रिया'' इति। प्रतीहारादिना ज्ञापित इति वा। द्वैतवने द्वैताख्ये तपोवने। यद्वा द्वे इते गते यस्मात्तद्द्वीतं द्वीतमेव द्वैतम्। तच्च तद्वनञ्च तस्मिन्। शोकमोहादि रहिते इत्यथः, युधि रणे स्थिरं युधिष्ठिरं धर्म्मराजम्। ''हलन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम्'' इत्यलुक्। ''गवियुधिभ्यां स्थिरः'' इति षत्वम्। समाययौ सम्प्राप्तः। अत्र ''वने वनेचरः'' इति द्वयोः स्वरव्यञ्जनसमुदाययोरेकधैव आवृत्त्या वृत्त्यनुप्रासो नामालङ्कार। अस्मिन् सर्गे प्रायो वशस्थं वृत्तम्, तस्य लक्षणम् — ''जतौ तु यंशस्थमुदारितं जरौ'' इति॥ १ ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ অতঃপর কাব্যশাস্ত্রে কবি ভারবি যশ, অর্থপ্রাপ্তি, অমঙ্গলনাশ এবং তৎক্ষণাৎ পরনিবৃত্তির নিমিত্ত ও কান্তার প্রতি মধুর উপদেশ নিমিত্তক — কাব্যের বহুপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলঙ্কারিক বচনরূপ প্রমাণ থাকায় "কাব্যালাপ বর্জনীয়' বলে যে নিষেধ বাক্য আছে, তা অসৎকাব্য বিষয়ে — এই বিচার করে 'কিরাতার্জুনীয়' নামক মহাকাব্য রচনা করতে অভিলাষী হয়ে অভিলষিত বিষয়ের নির্বিঘ্নসমাপ্তি কামনায় আশীর্নমস্ক্রিয়া...ইত্যাদি রচনার প্রারম্ভ-বিষয়ক লক্ষণটি মনে রেখে বনেচরের যুধিষ্ঠিরপ্রাপ্তিরূপ বস্তুনির্দেশ করে, 'শ্রিয়' পদদ্বারা রচনা শুরু করেছেন। প্রথমেই শ্রীশব্দের প্রয়োগে বর্ণ ও গণাদির শুদ্ধি হয়েছে। যেহেতু প্রমাণ আছে যে, দেবতাবাচক শব্দ যদি বন্দনামূলকভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহলে লিপি ও গণ বিষয়ে কখনও নিন্দনীয় হয় না।

কুরুদের নিবাস কৌরব রাজ্যের অধিপতি দুর্যোধনের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁর শ্রী অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যার দ্বারা পালিত হয়, তাকে পালনী বা প্রতিষ্ঠাপিকা বলে। প্রজারঞ্জনই সম্পদ, সেহেতু প্রজাদের প্রতি ব্যবহার জানতে যুধিষ্ঠির বনেচরকে নিয়োগ করেছিলেন। যার বর্ণপ্রশস্তি আছে, তাকে বর্ণ বা ব্রহ্মচারী বলে। ব্রহ্মচারীর আটটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনীষিগণ নির্দেশ করেন যে, (১) দৃঢ় স্মৃতিশক্তি, (২) সবিস্তর বর্ণনা করতে সক্ষমতা, (৩) প্রমোদ প্রিয়তা, (৪) কপটভাবশূন্যতা, (৫) গোপনে সত্যবক্তব্য প্রকাশক্ষমতা, (৬) দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, (৭) সাহসের সঙ্গে কঠিন কাজ করার প্রবৃত্তি এবং (৮) প্রিয়জনের নিকট বক্তব্য প্রকাশ করার প্রবৃত্তি। এই আট রকম মৈথুনভাব-প্রশস্তি আছে। বর্ণ থেকে বর্ণী হয়েছে। তার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন রয়েছে — এমন ব্যক্তি বর্ণিলিঙ্গী, ব্রহ্মচারী বেশধারী। বনে ঘুরে বেড়ায় যে, তাকে বনেচর বা কিরাত বলে। বিদিত — পরের বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানার ইচ্ছা আছে — এমন ব্যক্তি। এখানে কর্তায় ক্ত প্রত্যয় হয়নি — সাধুত্ব হয়েছে, সকর্মক হেতু সেই বিধানের অভাব। অতএব ভাষ্যকারের নির্দেশ — আকারের প্রাধান্যতাহেতু যাদের ভাগ করা যায়, তারা বিভক্ত ; যাদের পান করা যায়, তারা পীত ; যাদের ভোগ করা যায়, তারা ভুক্ত। অথবা উত্তরপদ লোপ হলে — বিভক্তধন, পীত, উদক, ভুক্ত, অন্ন প্রভৃতি। লোপ শব্দার্থ সম্পর্কে কৈয়ট বলেছেন — গতার্থ প্রয়োগবশতঃ লোপের অভিমত — বিভক্ত ভ্রাতৃগণ স্থলে ধনের বিভাগ ভ্রাতৃগণের পক্ষে নির্দেশ করা হয়েছে। জলপান গরুর পক্ষে আরোপ করা হয়েছে এবং অন্নের ভোজন ব্রহ্মণদের উপর নির্দেশ করা হয়েছে। সেইরূপ বৃত্তান্তসকল বনেচরের পক্ষে বৃত্তান্তজ্ঞাত বলে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রতীহারীর দ্বারা অবগত বুঝাচ্ছে। দ্বৈতবনে — দ্বৈতনামক তপোবনে, অথবা দুই গত হয় যেখানে ; তাই দ্বৈত অর্থাৎ শোক, মোহ প্রভৃতি — তা রহিত। যিনি যুদ্ধে স্থির, তিনি যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ ; তাঁকে সম্প্রাপ্ত, তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

এখানে স্বরব্যঞ্জনের আবৃত্তি হেতু বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার। এই সর্গে প্রায়ই বংশস্থবিল ছন্দ, লক্ষণ — জতৌ তু বংশস্থমুদীরিতং জরৌ ইতি।

ব্যাকরণম্

শ্রিয়ঃ -- শ্রি + ক্বিপ্ শ্রী। 'কর্তৃকর্মণোঃ' ইতি কর্মণি ৬ষ্ঠী। শ্রী শব্দের ১মার ১বচন -- শ্রীঃ।

নিয়ম ঃ অবী লক্ষ্মী তরী তন্ত্রী শ্রী হ্রী ধীনামুনাদিতঃ।
স্ত্রীলিঙ্গানামমীষান্তু ন সুলোপঃ কদাচন ॥

কুরূণাম্ -- কুরূণাম্ নিবাসঃ ইত্যর্থে কুরু + অণ্ ইতি কুরবঃ। ৬ষ্ঠী বহুবচন। সূত্র -- জনপদেলুপ্ (পা. ৪।২।৮১)।

অধিপস্য -- অধি --- পা + ক — ইতি অধিপঃ। আতশ্চোপসর্গে (৩।১।১৩৫) ইতি। কঃ। শেষে ষষ্ঠী। 'তস্য'।

পালনীম্ -- পাল্যতে অনয়া ইতি পা + ণিচ্ + ল্যুট্ করণে + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্।

প্রজাসু — প্র --- জন্ + ড (কর্তরি)। 'উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম্' (৩।২৯৯)। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিষয়াধিকরণে সপ্তমী।

অযুঙ্ক্ত — যুজ্ + লঙ্ ত।

বৃত্তিং — বৃৎ + ক্তিন্।

বেদিতুম্ — বিদ্ (অদাদি) + তুমুন্।

বর্ণিলিঙ্গী — বর্ণঃ অস্তি অস্যেতি বর্ণ + ইন্। বর্ণিনঃ লিঙ্গম্ ইতি (৬ষ্ঠী তৎ) বর্ণিলিঙ্গম্ অস্য অস্তি ইতি। বর্ণিলিঙ্গ + ইন্।

রাজনীতিশাস্ত্রকারগণ যথার্থ সংবাদ আহরণের জন্য রাজাকে পাঁচপ্রকার চর নিয়োগ করার নির্দেশ করেছেন। যথা — (১) কাপটিক, (২) উদাস্থিত, (৩) গৃহপতি, (৪) বৈদেহিক ও (৫) তাপস।

বিদিত — বিদ্ + ক্ত কর্তৃবাচ্য। এখানে বিদ্ ধাতু অদাদি। যথা,

বেত্তি বেদ বিদ জ্ঞানে বিন্তে বিদ বিচরণে।
বিদ্যতে বিদ্ সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে ॥

অদাদি — বেত্তি ইত্যাদি।

রুধাদি — বিন্তে ইত্যাদি।

তুদাদি — বিন্দতি, বিন্দতে ইত্যাদি।

দিবাদি — বিদ্যতে, বিবিদে। অবিত্ত। বেত্তুম। বিন্ন। বেত্তা।

বেত্তস্তু বিদিতঃ নিষ্ঠা বিদ্যতে বিন্ন ইষ্যতে।
বিন্তে বিন্নশ্চ বিত্তশ্চ ভোগে বিত্তশ্চ বিন্দতে ॥

সমাযযৌ -- সম্-আ-যা + লিট্ ণল্।

যুধিষ্ঠিরম্ — যুধি স্থিরঃ ইতি যুধিষ্ঠিরঃ (অলুক ৭মী তৎ), তম্। গোবিযুবিভ্যাং স্থিরঃ' (পা ৮।৩।৯)

দ্বৈতবনে — যে ইতে গতে যস্মাৎ তৎ দ্বীতম্ (বহুব্রীহি) দ্বীতমেব ইতি দ্বৈতম্ দ্বৈতাখ্যং বনম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ) তস্মিন্।

বনেচরঃ — বনে চরতীতি বনেচরঃ (অলুক্ উপপদ তৎ)। বনে—চর্ + ট।

এই শ্লোকে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে। তার লক্ষণ —

অনেকসৈক্যধা সাম্যমসকৃদ্বাপ্যনেকধা।
একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস উচ্যতে ॥

টিপ্পনী — দ্বৈতবন — প্রথমত এটিকে একটি জলাশয় বলা হয়েছে, আবার বন। সুতরাং এটি জলাশয় বেষ্টিত বন। মহাভারতে উল্লেখ আছে —

মমাপ্যেতন্মতং পার্থত্বয়া যৎসমুদাহৃতম্।
গচ্ছামঃ পুণ্যবিখ্যাতং মহদ্ দ্বৈতবনং সরঃ ॥

এখানে শোক এবং মোহ — এই দুটি গত হয়েছে অর্থাৎ নাই, তাই নাম দ্বৈতবন।

(২)

বিশ্বস্ত চর হিসাবে যুধিষ্ঠিরের নিকট বনেচরের নির্দ্বিধায় অপ্রিয় সত্য-ভাষণে উদ্যোগ।

কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে
জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।
ন বিব্যথে তস্য মনো ন হি প্রিয়ং
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ ॥ ২ ॥

কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।
ন বিব্যথে তস্য মনো ন হি প্রিয়ং প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ॥ ২ ।।

গদ্যপাঠ ঃ কৃতপ্রণামস্য সপত্নেন জিতাং মহীং মহীভুজে নিবেদয়িষ্যতঃ তস্য মনঃ ন বিব্যথে। হি হিতৈষিণঃ মৃষা প্রিয়ম্ বক্তুম্ ন ইচ্ছন্তি। ২

বাচ্যান্তরম্ ঃ মনসা.....হিতৈষিভিঃ.....ইষ্যতে। ২

শব্দার্থ ঃ কৃতপ্রণামস্য (প্রণামপূর্বক) সপত্নেন (শত্রুকর্তৃক) জিতাং মহীম্ (জিত হয়েছে পৃথিবী) মহীভুজে (রাজাকে) নিবেদয়িষ্যতঃ (নিবেদন করার সময়) তস্য (তাঁর) মনঃ (মন) ন বিব্যথে (ব্যথিত হল না)। হি (যেহেতু) হিতৈষিণঃ (মঙ্গলকামিগণ) মৃষা প্রিয়ম্ (মিথ্যা-প্রিয়বাক্য) বক্তুম্ (বলতে) ন ইচ্ছতি (চান না)। ২

বঙ্গার্থ ঃ রাজাকে প্রণাম পূর্বক শত্রু (কিভাবে) পৃথিবী জয় করেছে — একথা রাজাকে নিবেদন করার সময় তার মন ব্যথিত হল না। কারণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলতে ইচ্ছা করে না। ২

घण्टापथ टीका : सम्प्रति तत्कालोचितत्वमादेशयंस्तस्य तद्गुणसम्पन्नत्वमादर्शयन्नाह—कृतप्रणामस्येति। कृतप्रणामस्य तत्कालोचितत्वात् कृतनमस्कारस्य सपत्नेन रिपुणा दुर्य्योधनेन। "रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्द्वेषणदुर्हृदः" इत्यमरः। जितां स्वायत्तीकृतां महीं महीभुजे युधिष्ठिराय, क्रियाग्रहणात् सम्प्रदानत्वम्। निवेदयिष्यतः ज्ञापयिष्यतः। "लृटः सद्वा" इति शतृप्रत्ययः। तस्य वनेचरस्य मनो न विव्यथे। कथमीदृगप्रियं राज्ञे विज्ञापयामीति मनसि न चचालेत्यर्थः। "व्यथ भयचलनयोः" इति व्ययधातोर्लिट्। उक्तमर्थमर्थान्तरोपन्यासेन समर्थयते — न हीति। हि यस्मात्, हितमिच्छन्तीति हितैषिणः स्वामिहितार्थिनः पुरुषा मृषा मिथ्याभूतं प्रियं प्रवक्तुं नेच्छन्ति। अन्यथा कार्य्यविधातकतया स्वामिद्रोहिणः स्युरिति भावः। "अमौढ्यममान्द्यममृषामाषित्वमभ्यूहकत्वं चेति चारगुणाः" इति नीतिवाक्यामृते ॥ २ ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ সম্প্রতি সেই সময়োচিত আদেশ পালনকারীর গুণসম্পদ প্রদর্শন করে কৃতপ্রণামস্য ইত্যাদি শ্লোকটি বলা হয়েছে। সেই সময় উচিত হিসাবে (প্রভুকে) প্রণাম করে শত্রু দুর্যোধন কর্তৃক আয়ত্তীকৃত হয়েছে — যার রাজ্য সেই যুধিষ্ঠিরকে (অপ্রিয় বাক্য) নিবেদন করতে তার মন ব্যথিত হলো না। যেহেতু প্রভুর হিতার্থী ব্যক্তিগণ মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলতে চান না। অন্যথায় (অর্থাৎ মিথ্যা প্রিয়বাক্য বললে) কার্যবিঘাতকতাবশতঃ স্বামিদ্রোহী হবে। নীতিবাক্যামৃতে চরের গুণ সম্পর্কে উক্তি হয়েছে যে — চরের মধ্যে মূঢ়তা, অলসতা, মিথ্যাবাদিতা ও কপটতা থাকবে না। ২

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ মহাকবি ভারবি-বিরচিতস্য 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যস্য প্রথমসর্গাদ্ গৃহীতোঽয়ং শ্লোকঃ।

কপটদূতেন হৃতরাজ্যেন যুধিষ্ঠিরেণ দ্বৈতবনে নিবসতা দুর্য্যোদনস্য প্রজাপালনবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং নিযুক্তশ্চরো যদা তদ্ নিবেদয়িতুমুদ্যুঙ্‌ক্ত স্তদা তস্য সত্যভাষণ-প্রবৃত্তিং বর্ণয়িতুং কবিনা শ্লোকোঽয়মুক্তঃ।

কৃতপ্রণামস্য তৎকালোচিতত্বাৎ কৃত নমস্কারস্য সপত্নেন রিপুণা দুর্য্যোধনেন জিতাং স্বায়ত্তীকৃতাং মহীং মহীভূজে যুধিষ্ঠিরায় নিবেদয়িষ্যতঃ জ্ঞাপয়িষ্যতঃ তস্য বনেচরস্য মনঃ ন বিব্যথে। কথম্ ইদম্ অপ্রিয়ং রাজ্ঞে নিবেদয়িষ্যামি ইতি মনসি ন চচাল ইত্যর্থঃ। উক্তম্ অর্থম্ অর্থান্তরন্যাসেন সমর্থয়তে — ন হীতি — হি যস্মাৎ হিতম্ ইচ্ছন্তি ইতি হিতৈষিণঃ স্বামিহিতার্থিনঃ পুরুষঃ মিথ্যাভূতং প্রিয়ং প্রবক্তুং ন ইচ্ছন্তি। অন্যথা কার্যবিঘাতকতয়া স্বামিদ্রোহিণঃ স্যুরিতি ভাবঃ।

ততঃ দুর্যোধনস্য রাজ্যশাসননীতিবিষয়কানি বাক্যানি যদ্যপি যুধিষ্ঠিরস্য শ্রুতিসুখকরানি ন ভবেয়ুঃ তথাপি বনেচরস্তস্য প্রীতিসম্পাদনার্থং সত্যং সঙ্গোপ্য মৃষাভাষণং কথয়িতুং নৈচ্ছৎ। যতঃ হিতৈষিণঃ অপ্রিয়মপি সত্যমেব কথয়ন্তি। অপি চ রাজানঃ চারচক্ষুষঃ চরমুখাৎ যথার্থং বিষয়ং জ্ঞাত্বা কর্মবিধানং নীতিনির্ধারণং বা কর্তুং শক্যতে। অতঃ বনেচরেণ অপ্রিয়মপি সত্যভাষণং যথার্থং চারোচিতং কর্ম। যতঃ নীতিবাক্যামৃতে — 'অমৌঢ্যম্ অমান্দম্ অমৃষাভাষিত্বম্ অভ্যূহকত্বঞ্চ ইতি চারগুণাঃ।

অত্র অর্থান্তরন্যাস ইতি অলঙ্কারঃ। বংশস্থবিলবৃত্তম্।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ মহাকবি ভারবি বিরচিত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যের প্রথম সর্গের এই শ্লোকটি কবিরই উক্তিবিশেষ।

যুধিষ্ঠির কপট পাশাখেলায় বারো বছর বনবাস ও একবছর অজ্ঞাতবাসের পণে পরাস্ত হয়ে রাজ্য হারিয়ে যখন দ্বৈতবনে সপরিবারে বাস করেছিলেন, তখন আগামীদিনে রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় দুর্যোধনের রাজ্যশাসন-বৃত্তান্ত জানাবার জন্য এক বনেচরকে গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করলে, সে শত্রুরাজ্যের বৃত্তান্তগুলি জেনে যুধিষ্ঠিরকে জানাতে আসে।

বনেচর দুর্যোধনের রাজ্যশাসন সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিল, সেগুলি যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আদৌ শ্রুতিসুখকর ছিল না। তথাপি বনেচর যুধিষ্ঠিরের প্রীতি সম্পাদনের জন্য তার জ্ঞাত তথ্যকে কোনরূপ বিকৃত না করেই নির্বিকার চিত্তে বলতে উদ্যত হয়েছিল।

কবি বনেচরের এই প্রবৃত্তিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন — যাঁরা প্রকৃত হিতৈষী, তাঁরা কখনোও মিথ্যা রুচিকর বাক্য বলেন না। কারণ মিথ্যা দ্বারা প্রকৃত সত্যকে গোপন করলে সে সময় অপরের প্রীতি উৎপাদন করলেও ভবিষ্যতে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। যা সত্য এবং যথার্থ, তা জানতে পারলে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সহজ হয়। সুতরাং হিতৈষী বা শুভানুধ্যায়ীদের সত্য রূঢ় হলেও কখনও তাকে গোপন করে প্রিয় মিথ্যা বলা উচিত নয়। বিশেষতঃ চরের যে চারটি বিশেষ গুণ — অমূঢ়তা, অনলসতা, অমিথ্যাবাদিতা ও অকপটতা — সেগুলি বনেচরের মধ্যে ছিল এবং এখানে সেকথা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যাকরণম্

কৃতপ্রণামস্য —কৃতঃ প্রণামঃ যেন — (বহুব্রীহিঃ), তস্য।

মহীভুজে —মহীং ভুনক্তি পালয়তি ইতি মহীভুক্। (উপপদ তৎপুরুষ)। তস্মৈ ক্রিয়াযোগে ৪র্থী।

জিতাং — জি + কর্মণি ক্তঃ, স্ত্রিয়াং টাপ্।

সপত্নেন —সপত্নী ইব ইতি সপত্নঃ (ব্যন্ সপত্নে)। সহপততি অনেন ইতি সপত্নঃ। তেন।

নিবেদয়িষ্যতঃ —নি — বিদ্ + সতৃ — ৬ষ্ঠী ১বচন।

ব্যথে — ব্যথ্ + লিট্ এ।

হিতৈষিণঃ —হিতম্ ইচ্ছন্তি ইতি (উপপদ তৎপুরুষ), হিত + ইষ্ + ণিন্, কর্তরি ১মা।

এখানে অর্থান্তর ন্যাস অলঙ্কার হয়েছে। তার লক্ষণ সাহিত্য দর্পণে —

সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি।
যৎকার্যং কারণেনেদং কার্যেন চ সমর্থ্যতে ॥
সাধর্ম্যেনেতরেণার্থান্তরন্যাসোঽষ্টধা ততঃ ॥

টিপ্পনী -- মিথ্যা প্রিয় বাক্য ভাষণে নিষেধ। যথা ---

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতংব্রূয়াদ্ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

পর্যায় শব্দ ---

মহী

ভূর্ভূমিরচলানন্তা রসা বিশ্বম্ভরা স্থিরা।
ধরাধরিত্রী ধরণী ক্ষৌণী জ্যা কাশ্যপী স্থিতিঃ ॥
সর্বংসহা বসুমতী বসুধোর্বী বসুন্ধরা।
গোত্রা কুঃ পৃথিবী পৃথ্বী ক্ষ্মাবনির্মেদিনী মহী ॥

সপত্ন

রিপৌ বৈরী সপত্নারিদ্বিষদ্দ্বেষণদুহৃদঃ।
দ্বিড্বিপশ্চাহিতামিত্র দস্যুশাত্রব শত্রবঃ।
অভিঘাতি পরারাতি প্রত্যর্থি পরিপন্থিনঃ ॥

(৩)

বিদিত বৃত্তান্ত বলার জন্য বনেচর কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ।

'দ্বিষাং বিঘাতায় বিধাতুমিচ্ছতো
রহস্যনুজ্ঞামধিগম্য ভূভৃতঃ।
স সৌষ্ঠবৌদার্যবিশেষশালিনীং
বিনিশ্চিতার্থামিতিবাচমাদদে ॥ ৩ ॥

দ্বিষাং বিঘাতায় বিধাতুমিচ্ছতো রহস্যনুজ্ঞামধিগম্য ভূভৃতঃ।
স সৌষ্ঠবৌদার্য্যবিশেষশালিনীং বিনিশ্চিতার্থামিতি বাচমাদদে॥ ৩ ।।

গদ্যপাঠ ঃ সঃ রহসি দ্বিষাম্ বিঘাতায় বিধাতুম্ ইচ্ছতঃ ভূভৃতঃ অনুজ্ঞাম্ অধিগম্য সৌষ্ঠবৌদার্য বিশেষশালিনীম্ বিনিশ্চিতার্থাম্ ইতি বাচম্ আদদে। ৩

বাচ্যান্তরম্ ঃ তেন.....শালিনী বিনিশ্চিতার্থা ইতি বাক্ আদদে। ৩

শব্দার্থ ঃ স (সেই বনেচর) রহসি (নির্জনে বা একান্তে) দ্বিষাম্ বিঘাতায় (শত্রুদের বিনাশের জন্য) বিধাতুম্ ইচ্ছতঃ (উপায় অবলম্বন করতে ইচ্ছুক) ভূভৃতঃ (রাজার) অনুজ্ঞাম্ অধিগম্য (অনুমতি নিয়ে) সৌষ্ঠবৌদার্য (সুন্দর সুন্দর শব্দযুক্ত) বিশেষশালিনীম্ (বিশেষ অর্থশালী) [অর্থভূয়িষ্ঠ] বিনিশ্চিতার্থম্ (নিশ্চিতার্থক) বাচম্ আদদে (কথাগুলি বলেছিল)। ৩

বঙ্গার্থ ঃ শত্রুনাশের জন্য উপায় অবলম্বন করতে ইচ্ছুক রাজার (যুধিষ্ঠিরের)

অনুমতি নিয়ে সে (বনেচর) একান্তে শোভনশব্দবিশিষ্ট, অর্থভূয়িষ্ঠ এবং অসন্দিগ্ধার্থ (পরবর্তী) কথাগুলি বলেছিল।

ঘণ্টাপথ টীকা : তথাপি প্রিয়ার্হে রাজ্ঞি কটুনিষ্ঠুরোক্তিনা যুক্তেত্যাশঙ্ক্য স্বাম্যনুজ্ঞায়া ন দুষ্যতীত্যাশয়েনাহ — দ্বিষামিতি। রহসি একান্তে সঃ বনেচরঃ দ্বিষাং শত্রূণাম্, কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বিঘাতায় দ্বিষো বিহন্তুমিত্যর্থঃ। ''তুমর্থাচ্চ ভাববচনাত্'' ইতি চতুর্থী। ''ভাববচনাচ্চ'' ইতি তুমর্থে ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ। অত্রতাদর্থ্যে চতুর্থ্যমপি ন দোষঃ। তথাপি প্রয়োগবৈচিত্র্য-বিশেষস্যাপ্যলঙ্কারত্বাদেবং ব্যাচক্ষতে। বিধাতুং ব্যাপারং কর্ত্তুমিচ্ছতঃ। ''সমানকর্তৃকেষু তুমুন্'' দ্বিষো বিহন্তুমুদ্যুক্তমানস [জ্ঞান] স্যেত্যর্থঃ। অতএব ভূভৃতো যুধিষ্ঠিরস্য অনুজ্ঞামধিগম্য। সুষ্ঠু ভাবঃ সৌষ্ঠবং শব্দসামর্থ্যম্। সুষ্ঠুশব্দাদব্যয়াদুদ্গাত্রাদিত্বাদঙ্প্রত্যয়ঃ। উদারস্য ভাব ঔদার্য্যমর্থ সম্পত্তিঃ তয়োর্দ্বন্দ্বঃ সৌষ্ঠবৌদার্য্যে। অত্র ঔদার্য্যশব্দস্যাজাদ্যদন্তত্বেঽপি ''লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ'' ইত্যত্রাল্পস্বরস্যাপি হেতুশব্দস্য পূর্বনিপাতমকুর্বতা সূত্রকৃতৈব পূর্বনিপাতশাস্ত্রস্য অনিত্যত্বজ্ঞাপনান্ন পূর্বনিপাতঃ। উক্তঞ্চ কাশিকায়াম্ — ''অয়মেব লক্ষণহেত্বোরিতি নির্দেশঃ পূর্বনিপাতব্যভিচারচিহ্নম্'' ইতি। তে এব বিশেষঃ, তয়োর্বা বিশেষঃ। তেন শালতে শোভত ইতি সৌষ্ঠবৌদার্য্য বিশেষশালিনী তাং, তাচ্ছীল্যে ণিনিঃ। বিনিশ্চিতার্থাং বিশেষতঃ প্রমাণতো নির্ণীতার্থামিতি বক্ষ্যমাণরুপাং বাচমাদদে স্বীকৃতবান্ উবাচ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ তথাপি প্রিয়জনের প্রতি অর্থাৎ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কটুনিষ্ঠুর বাক্য বলা উচিত হবে না আশঙ্কায়, তাঁর আদেশে তা দূষণীয় হবে না ভেবে বনেচর একান্তে শত্রুনাশের জন্য উদ্‌যোগ গ্রহণেচ্ছু রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশ নিয়ে (পরবর্তী) কথাগুলি বলেছিল। তার কথাগুলি ছিল — শব্দসামর্থ্যে সুষ্ঠু, উদার অর্থসম্পত্তিবিশেষ-শোভিত ও প্রমাণের দ্বারা নির্ণীতার্থ। ।

নির্গলিতার্থ ঃ দ্বিষদ্‌বধোপায় নিরূপণে সতি বিবিক্তে ভূভৃত্ প্রাপ্য কৃতসমুচিতসদাচারঃ প্রসন্নেন রাজ্ঞা দত্তাম্ অনুজ্ঞাং প্রাপ্য স্ববিহিতং বেদ্যং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ। অনেন তস্য চরস্য উচিতজ্ঞত্বম্ ইঙ্গিতজ্ঞত্বং হিতৈষীত্বং চ প্রতীয়তে।

ব্যাকরণম্

দ্বিষাম্ — দ্বিষ + ক্বিপ্ = দ্বিট্। 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' সূত্রেণ কর্মণি ষষ্ঠী।

বিঘাতায় — বি — হন্ + ঘঞ = বিঘাত, 'তাদর্থ্যে চতুর্থী' অথবা তুমর্থাচ্চভাববচনাৎ' ইতি তুমর্থে চতুর্থী।

অনুজ্ঞাম্ — অনুজ্ঞা + অঙ্ (ভাবে)। সূত্র 'আতশ্চোপসর্গে' বৈকল্পিক পদ — অধিগতৌ বিবিক্ত বিজনচ্ছন্ন নিঃশলাকাস্তথরহঃ। অমরঃ

রহসি — অব্যয়।

সৌষ্ঠবৌদার্যবিশেষশালিনীম্ — সৌষ্ঠবঞ্চ ঔদার্যঞ্চ ইতি সৌষ্ঠবৌদার্যে (দ্বন্দ্বঃ)। তয়োঃ বিশেষঃ — (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তেন শালতে ইতি (উপপদ তৎ), তাম্।

বিনিশ্চিতার্থাম্ — বিনিশ্চিতঃ অর্থঃ যস্য (বহুব্রীহি) তাম্।
বিনিশ্চিতঃ — বি + নির্ + চি + কর্মণি ক্তঃ। সন্দিগ্ধার্থতাদি-নেয়ার্থাতাদি-দোষরহিতম্।
আদদে — আ — দা + লিট্ এ। 'আঙো দোঽনাস্যবিহরণে' ইতি আত্মনেপদম্।

টিপ্পনী — সৌষ্ঠবৌদার্যশালিনী বাক্ —

উৎকর্ষবান্ গুণঃ কশ্চিদ্ যস্মিন্নুক্তে প্রতীয়তে।
তদুদারাহ্বয়ং তেন সনাথা কাব্যপদ্ধতিঃ ॥
শ্লাঘ্যৈ বিশেষণৈর্যুক্তমুদারং কৈশ্চিদিষ্যতে ॥ (দণ্ডী)

(৪)

নিজের প্রযুজ্যমান বাক্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সূচক — বনেচরের প্রথম উক্তি —

'ক্রিয়াসুযুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ॥ ৪ ॥

ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষঃ ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ॥ ৪ ॥

গদ্যপাঠ ঃ হে নৃপঃ! ক্রিয়াসুযুক্তৈঃ অনুজীবিভিঃ চারচক্ষুষঃ প্রভবঃ ন বঞ্চনীয়াঃ। অতঃ সাধু অসাধু বা ক্ষন্তুম্ অর্হসি। হিতং মনোহারি চ বচঃ দুর্লভম্। ৪

বাচ্যান্তরম্ ঃ .....যুক্তাঃ অনুজীবিনঃ.....প্রভূন্ ন বঞ্চয়েযুঃ। .....অর্হ্যতে। হিতেন মনোহারিণা বচসা দুর্লভন ভূয়তে। ৪

শব্দার্থ ঃ হে নৃপ! (হে মহারাজ!) ক্রিয়াসু (কর্মসমূহে) যুক্তৈঃ অনুজীবিভিঃ (যুক্ত ভৃত্যদের দ্বারা) চারচক্ষুষঃ প্রভবঃ (চারচক্ষু প্রভুগণ) ন বঞ্চনীয়াঃ (বঞ্চনার যোগ্য নয়) অতঃ (অতএব) সাধু-অসাধু বা (প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক) ক্ষন্তুম্ অর্হসি (আপনার ক্ষমা কর্তব্য) হিতং মনোহারি (হিতকর অথচ মনোহর) বচঃ (বাক্য) দুর্লভম্ (দুর্লভ)। ৪

বঙ্গার্থ ঃ হে রাজন! কার্যে নিযুক্ত ভৃত্যদের চারচক্ষু প্রভুগণকে অর্থাৎ নৃপতিগণকে প্রতারণা করা উচিত নয়। অতএব (আমার কথা) প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক — তা আপনি ক্ষমা করবেন। কারণ হিতকর অথচ মনোহর বাক্য (জগতে) দুর্লভ। ৪

ঘণ্টাপথ টীকা: প্রথমং তাবদপ্রিয়নিবেদকমাত্মানং প্রতি অক্ষোভং যাচতে — ক্রিয়াস্বিতি। হে নৃপ! ক্রিয়াসু কৃত্যবস্তুষু যুক্তৈর্নিযুক্তৈ: অনুজীবিভির্ভৃত্যৈ: চারাদিভিরিত্যর্থ:,

চরন্তীতি চরাঃ পচাদ্যচ্। ত এব চারাঃ, চরে পচাদ্যজন্তাত্ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্প্রত্যয়ঃ। ত এব চক্ষুর্যেষাং তে চারচক্ষুষঃ। ''স্বপরমণ্ডলকার্য্যকার্য্যবিলোকনে চারাশ্চক্ষূংষি ক্ষিতিপতীনাম্'' ইতি নীতিবাক্যামৃতে। তদুক্তম্ — ''গাবঃ পশ্যন্তি গন্ধেন বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যমিতরে জনাঃ'' ইতি। প্রভবো নিগ্রহানুগ্রহসমর্থাঃ স্বামিনো ন বঞ্চনীয়া ন প্রতারণীয়াঃ, সত্যমেব বক্তব্যা ইত্যর্থঃ। চারাপচারে চক্ষুরপচারবদ্রাজ্ঞাং পদে পদে নিপাত ইতি ভাবঃ। অতোঽপ্রতার্য্যত্বাদ্ধেতোঃ অসাধু অপ্রিয়ং, সাধু প্রিয়ং বা, মদুক্তমিতি শেষঃ, বাশাব্দোঽপ্যর্থে। ক্ষন্তুং সোঢ়ু মর্হসি, কুতঃ, হিতং পথ্যং মনোহারি প্রিয়শ্চ বচো দুর্লভম্। অতো মদ্বচোঽপি হিতত্বাদপ্রিয়মপি ক্ষন্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪ ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ (বনেচর) প্রথমেই অপ্রিয় বাক্য নিবেদন করার জন্য তার প্রতি যাতে প্রভু ক্ষুব্ধ না হন, সেই উদ্দেশ্যে 'ক্রিয়াসু' ইত্যাদি উক্তিটি করেছিল। হে রাজন্! রাজার কৃত্যবিষয়ে নিযুক্ত চরপ্রভৃতি ভৃত্যদের চারচক্ষু রাজাদিগকে প্রতারণা করা উচিত নয় — সত্য বলাই উচিত। রাজাকে চারচক্ষু বলা সম্পর্কে নীতিবাক্যামৃতে উক্ত আছে —

গরু গন্ধ দ্বারা দর্শন করে, বেদজ্ঞান দ্বারা পণ্ডিতগণ দর্শন করেন। চরেদের দ্বারা রাজা দর্শন করেন এবং সাধারণ মানুষেরা চোখ দিয়ে দর্শন করে।

অতএব চরেদের রাজাকে প্রতারণা করা উচিত নয় বলেই আমি চর হিসাবে (সত্য) প্রিয় বা অপ্রিয় যাই বলি, তা আপনাকে সহ্য করতে হবে। বিশেষ করে হিতকর অথচ মনোজ্ঞ বাক্য দুর্লভ, অতএব আমার বাক্যও হিতকর বলে অপ্রিয় হলেও ক্ষমার যোগ্য।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ মহাকবি.....শ্লোকঃ (পূর্ববৎ)।

কপটদ্যূতেন হৃতসর্বস্বেন দ্বৈতবনে নিবসতা যুধিষ্ঠিরেণ দুর্যোধনস্য প্রজাপালনবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং নিযুক্তশ্চরো বনেচরো বিদিতবৃত্তান্তঃ প্রত্যাগম্য যুধিষ্ঠিরায় নিবেদনাৎ প্রাক্ অপ্রিয়নিবেদকম্ আত্মানং প্রতি অক্ষোভং যাচমান আহ ক্রিয়াসু ইতি।

হে নৃপঃ! ক্রিয়াসু কৃত্যবস্তুষু যুক্তৈঃ নিযুক্তৈঃ অনুজীবিভিঃ ভৃত্যৈঃ চারাদিভিঃ ইত্যর্থঃ। চরন্তি ইতি চরাঃ, তে এব চারাঃ তে এব চক্ষুঃ যেষাং তে চারচক্ষুষঃ। স্বপরমণ্ডলে কার্যাকার্যাবলোকনে চারাশ্চক্ষুংষি ক্ষিতিপতীনাম্ ইতি নীতিবাক্যামৃতে। তদুক্তম্ — 'গাবঃ পশ্যন্তি গন্ধেন বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ' ॥ প্রভব নিগ্রহানুগ্রহসমর্থাঃ স্বামিনঃ ন প্রতারণীয়া সত্যমেব বক্তব্যা ইত্যর্থঃ। অতঃ অপ্রতার্যত্বাদ্ হেতোঃ অসাধু অপ্রিয়ং সাধু প্রিয়ং বা মদুক্তম্ ইতি শেষঃ। ক্ষন্তুম্ সোঢ়ুম্ অর্হসি। কুতঃ হিতং পথ্যং মনোহারি প্রিয়ং চ বচঃ দুর্লভম্। ততো মদ্বচোঽপি হিতত্বাৎ অপ্রিয়মপি ক্ষন্তব্যম্।

যতঃ রাজানঃ চারৈরেব স্বরাষ্ট্রবৃত্তং পরারাষ্ট্রবৃত্তমপি জ্ঞাতুং শক্নুবন্তি কর্মপন্থানমপি নির্ণীয়ন্তে চ। অতঃ ক্রিয়াসু যুক্তৈঃ চারৈঃ মৃষা অপ্রিয়বচনেন রাজানঃ কদাপি ন বঞ্চনীয়াঃ।

যদ্যপি ইহজগতি প্রায়শঃ জনাঃ হিতং মনোহরঞ্চ আপ্তুমিচ্ছন্তি, কিন্তু জগতি এতে একত্র দুর্লভে এব। যথা জীবনদায়িনঃ অগদাঃ প্রায়েণ কটুরসান্বিতা ভবন্তি তথা পরিণামে

হিতকরা মনোহারিণী বাণী ন হি সুলভা। অতঃ বনেচরস্য বচনম্ অপ্রিয়মপি যুধিষ্ঠিরেণ স্বীকার্যমিতি ভাবঃ।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ ভারবি বিরচিত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের প্রথমসর্গের আলোচ্য শ্লোকটি যুধিষ্ঠিরের প্রতি বনেচরের প্রথম উক্তি।

মহারাজ যুধিষ্ঠির কপট পাশায় হৃতসর্বস্ব হয়ে দ্বৈতবনে থাকাকালে শত্রুরাজ্য-বৃত্তান্ত জানার জন্য যে বনেচরকে চর হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, সেই বনেচর শত্রুরাজা দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি জেনে যুধিষ্ঠিরকে জানাবার পূর্বমুহূর্তে তাঁর বাক্যের রূঢ়তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কারণ প্রদর্শন করে এই বাক্যটি বলেছেন। বস্তুতঃ রাজা চরেদের সাহায্যেই স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-বিষয়ক তথ্যগুলি জানতে পারেন এবং তদনুসারে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। তাই রাজকার্যে নিযুক্ত ভৃত্যদের কখনও সত্যকে গোপন করে মনোহর মিথ্যা ভাষণে রাজাকে বঞ্চনা করা উচিত নয়।

কবি এখানে অর্থান্তরন্যাসের আধারে একটি চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করেছেন — প্রিয় অথচ মঙ্গলকর বাক্য জগতে প্রায়ই দেখা যায় না। মানুষমাত্রই মঙ্গলকে যেমন কামনা করে, তেমনই যা মনোরম — তাও পেতে চায়। কিন্তু জগতের এমনই বৈচিত্র্য যে, মঙ্গল ও মনোরম — দুটি সর্বজন কাম্যবিষয়ের একত্র অবস্থান খুবই কম। যেমন — জীবনদায়ী ঔষধ হিতকর, কিন্তু কটু। অনুরূপ যে কথার পরিণামে হিত থাকে, সেকথা প্রায়ই শ্রুতিসুখকর হয় না। অভ্যুদয়কামী মানুষমাত্রই প্রিয় মিথ্যাভাষণ অপেক্ষা রূঢ় সত্যকে সমাদর করেন।

সুতরাং কবির অভিপ্রায় যে, বনেচরের যথার্থ ভাষণ রূঢ় হলেও যুধিষ্ঠির স্বীকার করে নেবেন।

ব্যাকরণম্

ক্রিয়াসু — কৃ + শ (ভাবে) স্ত্রিয়াং টাপ্। বিষয়াধিকরণে ৭মী।

যুক্তৈঃ — যুজ্ + কর্মণি ক্ত।

নৃপ — নৃন্ পাতি ইতি (উপপদ তৎ)। নৃ—পা—ক কর্তরি।

চারচক্ষুষঃ — চরন্তীতি চরাঃ তে এব চারাঃ। চারাঃ চক্ষুঃ যেষাং তে চারচক্ষুষঃ (বহুব্রীহিঃ)।

বঞ্চনীয়াঃ — বঞ্চ্ + ণিচ্ + অনীয়র্।

প্রভবঃ — প্র-ভূ + ড (বি-প্র-স-ভ্যো ভূসংজ্ঞায়াম্। পা ৩।২।১৮০)

অনুজীবিভিঃ — অনু-জীব + ণিনি (তাচ্ছিল্যে) অনুজীবিন্ অনুক্ত কর্তরি ৩য়া।

ক্ষন্তুম্ — ক্ষম্ — তুমুন্।

হিতম্ — ধা + কর্মণি ক্ত।

মনোহারি — মনো হর্তুং শীলমস্য ইতি মনস্-হৃ + ণিনি।

দুর্লভম্ — দুঃখেন লভ্যতে ইতি দুর্-লভ + খল্ কর্মণি।

টিপ্পনী — হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ — বাক্যের সমতুল বাক্য —

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ (রামায়ণ ৩।৩৭।২)

(৫)

বনেচরের দ্বিতীয় উক্তি — সমৃদ্ধিলাভের জন্য রাজার বিশ্বস্ত অনুচরদের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা উচিত।

'স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং
হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কিম্প্রভুঃ।
সদানুকূলেষু হি কুর্বতে রতিং
নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্বসম্পদঃ ॥ ৫ ॥

স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কিম্প্রভুঃ।
সদানুকূলেষু হি কুর্বতে রতিং নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্বসম্পদঃ ॥ ৫ ॥

গদ্যপাঠ ঃ যঃ অধিপং সাধু ন শাস্তি স কিংসখা, যঃ হিতাৎ ন সংশৃণুতে সঃ কিম্প্রভুঃ। হি নৃপেষু অনুকূলেষু সর্বসম্পদঃ সদা রতিং কুর্বতে। ৫

বাচ্যান্তরম্ ঃ যেন অধিপং সাধু ন শিষ্যতে তেন কিংসখিনা, যেন.....সংশ্রূয়তে তেন কিম্প্রভুনা,.....সর্বসম্পদ্ভিঃ সদা রতিঃ ক্রিয়তে। ৫

শব্দার্থ ঃ যঃ (যিনি) অধিপম্ (রাজাকে) সাধু (সৎ) ন শাস্তি (উপদেশ দেন না) সঃ (তিনি) কিংসখা (কুৎসিত বন্ধু), যঃ (যিনি) হিতাৎ (হিতৈষীর নিকট থেকে) ন সংশৃণুতে (কথা শোনেন না) সঃ (তিনি) কিম্প্রভুঃ (কুৎসিৎ প্রভু)। হি (যেহেতু) নৃপেষু অমাত্যেষু চ (রাজা এবং মন্ত্রিগণ)। সদা অনুকূলেষু (সবসময় একমত হলে) সর্বসম্পদঃ (সকল রকম সম্পদ) রতিম্ (অনুরাগ) কুর্বতে (প্রকাশ করে)। ৫

বঙ্গার্থ ঃ যিনি (যে মন্ত্রী) রাজাকে সদুপদেশ দেন না, তিনি কুৎসিত সখা বা দুর্মন্ত্রী, যে প্রভু (রাজা) হিতৈষীর নিকট সদুপদেশ শোনেন না তিনি কুৎসিত প্রভু। রাজা ও মন্ত্রিগণ পরস্পর অনুকূল বা একমত হলে সমস্ত সম্পদ সর্বদা (তাঁদের প্রতি) অনুরক্ত হয়। ৫

ঘণ্টাপথ টীকা : তর্হি তূষ্ণীম্ভাব এব বরমিত্যাশঙ্ক্য — স ইতি। যঃ সখা অমাত্যাদিঃ অধিপং স্বামিনং সাধু হিতং ন শাস্তি ন উপদিশতি। ''ব্রুবিশাসিঃ'' ইত্যাদিনা শাসের্দুহাদিপাঠাদ্দ্বিকর্ম্মকত্বম্। স হিতানুপদেষ্টা, কুত্সিতঃ সখা কিংসখা দুর্মন্ত্রীত্যর্থঃ।

''কিম: ক্ষেপে'' ইতি সমাসান্তপ্রতিষেধ:। তথা য: প্রভু: নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ: স্বামী হিতাত্ আপ্তজনাত্ হিতোপদেষ্টু: সকাশাত্। ''আখ্যাতীপযোগে'' ইত্যপাদানত্বাত্ পঞ্চমী। ন সংশৃণুতে ন শৃণোতি হিতমিতি শেষ:। ''সমো গম্যচ্ছি'' ইত্যাদিনা সম্পূর্বাচ্ছৃণোতেরকর্ম্মক-ত্বাদাত্মনেপদমকর্ম্মকত্বং বৈবক্ষিকম্। স হিতস্যাশ্রোতা ['হিতমশ্রোতা' ইতি চ পাঠো দৃশ্যতে] প্রভু: কিংপ্রভু: কুত্সিতস্বামী। পূর্ববত্ সমাস:। সর্বথা সচিবেন বক্তব্যং শ্রোতব্যং চ স্বামিনা। এবঞ্চ রাজমন্ত্রিণো: ঐকমত্যং স্যাদিত্যর্থ:। ঐকমত্যস্য ফলমাহ — সদেতি। হি যস্মাত্ নৃপেষু স্বামিষু অমা সহ ভবা অমাত্যাস্তেষু চ। ''অব্যযাত্যপ্''। অনুকুলেষু পরস্পরানুরক্তেষু সত্সু সর্বসম্পদ: সদা রতিমনুরাগং কুর্বতে কুর্বন্তি, ন জাতু জহতীত্যর্থ: অতো মযা বক্তব্যং ত্বযা চ শ্রোতব্যমিতি ভাব:। অত্রৈবং রাজমন্ত্রিণোর্হিতানুপদেশ-তদশ্রবণনিন্দাসামর্থ্য-সিদ্ধৈরৈকমত্যলক্ষণকারণস্য নির্দিষ্টস্য সর্বসম্পত্সিদ্ধিরুপকার্য্যেণ সমর্থনাত্ কার্য্যেণ কারণসমর্থনরুপোঽর্থান্তরন্যাসোঽলঙ্কার:। তদুক্তম্— ''সামান্যবিশেষকার্য্যকারণভাবাভ্যাং নির্দিষ্টপ্রকৃতসমর্থনমর্থান্তরন্যাস:'' ইতি॥ ৫ ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ তাহলে নীরব থাকাই ভাল — এই কথার উত্তরস্বরূপ বলল যে, অমাত্যাদি ভৃত্যগণ যদি রাজাকে হিত উপদেশ না দেয়, তাহলে তারা কুৎসিত সখা বা দুষ্টমন্ত্রী। যদি সেই প্রভু — যে বিশ্বস্ত হিতোপদেশদাতার হিতবাক্য আবার না শোনেন, তবে তিনি কুৎসিত প্রভু। অতএব মন্ত্রী বা ভৃত্যগণের সবসময় সদুপদেশ দেওয়া উচিত, প্রভুরও শোনা উচিত। এইভাবে রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যে ঐকমত্য জন্মায়। এরূপ ঐক্যমত্যের ফল হলো — রাজা ও রাজভৃত্য পরস্পরের অনুকূল হয়ে রাজসম্পদ বা রাজলক্ষ্মীও রাজার প্রতি অনুকূল হন, কখনও রাজাকে ত্যাগ করেন না। অতএব আমার (হিতকর) বাক্য আপনার শোনা উচিত।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ মহাকবি .....শ্লোকঃ (পূর্ববৎ)।

কপটদ্যূতেন হৃতসর্বস্বেন দ্বৈতবনে নিবসতা যুধিষ্ঠিরেণ দুর্যোধনস্য প্রজাপালনবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং নিযুক্তশ্চরো বনেচরো বিদিতবৃত্তান্তঃ প্রত্যাগম্য যুধিষ্ঠিরায় নিবেদনাৎ প্রাক্ তস্য বাক্যশ্রবণস্য উপযোগমুল্লিখ্য বনেচর আহ স কিমিতি। যঃ সখা অমাত্যাদিঃ অধিপং সাধু হিতং ন শাস্তি ন উপদিশতি স কিংসখা দুর্মন্ত্রী ইত্যর্থঃ। যঃ প্রভুঃ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ স্বামী হিতাৎ আপ্তজনাৎ ন সংশৃণুতে ন শৃণোতি, সঃ কিম্প্রভুঃ কুৎসিত স্বামী। হি যস্মাৎ নৃপেষু স্বামিষু অমাত্যেষু অনুকূলেষু পরস্পরানুরক্তেষু সৎসু সর্বসম্পদঃ সদা রতিম্ অনুরাগং কুর্বতে কুর্বন্তি।

অতো রাজসচিবয়োঃ পরস্পরম্ আনুকূল্যং রাজ্যসমৃদ্ধিমূলম্ ইতি। তেন মন্ত্রিণা নৃপায় হিতম্ কথনীয়ম্ নৃপেণাপি হিতোপদেশঃ শ্রোতব্যঃ এবং নৃপমন্ত্রিণোঃ যদি ঐক্যমত্যং জায়তে তর্হি তদ্রাজ্যে সদৈব সুখসমৃদ্ধি-বিরাজতে ইতি ভাবঃ। অত্রার্থান্তরন্যাস ইতি অলংকারঃ। বংশস্থবিলবৃত্তম্।

ব্যাকরণম্

কিংসখা — কুৎসিতঃ সখা (নিত্যসমাস)। 'কিমঃ ক্ষেপে' ইতি সমাসান্ত নিষেধঃ।

সাধু — ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া।

শাস্তি — শাস্ + লট্ তি।

অধিপম্ — অধি + পা + ক (কর্ত্তরি) 'আতশ্চোপসর্গে'।

হিতাৎ — 'আখ্যাতোপযোগে' সূত্রেণ অপাদানে ৫মী। ধা + কর্মণি ক্তঃ হিতম্।

সংশৃণুতে — সম্ — শ্রু + লট্ তে। 'সমোম্যচ্ছি' ইত্যাদি সূত্রেণ অকর্মকত্বাদ্ আত্মনেপদ।

কিম্প্রভুঃ — কুৎসিতঃ প্রভুঃ (নিত্যসমাসঃ) 'কিংক্ষেপে' ইতি সমাসঃ।

নৃপেষু — নৃণ্ পান্তি ইতি নৃপাঃ। নৃ + পা + ক (কর্তরি)। ভাবে ৭মী বা অধিকরণে ৭মী।

অমাত্যেষু — অমা সহ ভবন্তীতি অমাত্যাঃ। অমা + ত্যপ্ (অব্যয়াৎ ত্যপ্) ভাবে ৭মী বা অধিকরণে ৭মী।

সর্বসম্পদঃ — সর্বাঃ সম্পদঃ (কর্মধা)। 'সর্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুংবদ্ভাবঃ' ইতি পুংবদ্ভাবঃ। সম্ + পদ্ + ভাবে ক্বিপ্ সম্পৎ।

এখানে **অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার** হয়েছে। **যথা — 'সামান্যবিশেষ কার্যকারণ-ভাবাভ্যাং নির্দিষ্ট প্রকৃত সমর্থনমর্থান্তরন্যাসঃ।**

(৬)

বনেচরের তৃতীয় উক্তি — রাজকার্যসাধনে তার সাফল্যের কারণ যুধিষ্ঠিরের মহিমা।

নিসর্গদুর্বোধমবোধ-বিক্লবাঃ
ক্ব ভূপতীনাং চরিতং ক্ব জন্তবঃ।
তবানুভাবোঽয়মবেদি যন্ ময়া
নিগূঢ়তত্ত্বং নয়বর্ত্ম বিদ্বিষাম্ ॥ ৬ ॥

নিসর্গদুর্বোধমবোধবিক্লবাঃ ক্ব ভূপতীনাং চরিতং ক্ব জন্তবঃ।
তবানুভাবোঽয়মবেদি যন্ময়া নিগূঢ়তত্ত্বং নয়বর্ত্ম বিদ্বিষাম্॥ ৬ ॥

গদ্যপাঠ ঃ নিসর্গদুর্বোধম্ ভূপতীনাং চরিতম্ ক্ব? অবোধবিক্লবাঃ জন্তবঃ ক্ব? ময়া বিদ্বিষাম্ যৎ নিগূঢ়তত্ত্বং নয়বর্ত্ম অবেদি, অয়ং তব অনুভাবঃ। ৬

বাচ্যান্তরম্ ঃ নিসর্গদুর্বোধেন.....চরিতেন ক্ব? অবোধবিক্লবৈঃ জন্তুভিঃ ক্ব? অহম্...অবেদিষম্ অনেন...অনুভাবেন। ৬

বনেচরের চতুর্থ উক্তি — দুর্যোধন সম্প্রতি যুধিষ্ঠিরের নিকট পরাজয়ের আশঙ্কায় যথার্থ নীতি দ্বারা রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হচ্ছেন।

বিশ্বঙ্কমানো ভবতঃ পরাভবং
নৃপাসনস্থোঽপি বনাধিবাসিনঃ।
দূরোদরছদ্মজিতাং সমীহতে
নয়েন জেতুং জগতীং সুযোধনঃ ॥ ৭ ॥

বিশঙ্কমানো ভবত: পরাভবং নৃপাসনস্থোऽপি বনাধিবাসিন:।
দুরোদরচ্ছদ্মজিতাং সমীহতে নয়েন জেতুং জগতীং সুযোধন: ॥ ৭ ॥

গদ্যপাঠ ঃ সুযোধনঃ নৃপাসনস্থঃ অপি বনাধিবাসিনঃ ভবতঃ পরাভবং বিশঙ্কমানঃ দুরোদর ছদ্মজিতাং জগতীং নয়েন জেতুং সমীহতে। ৭

বাচ্যান্তরম্ ঃ সুযোধনেন নৃপাসনস্থেন.....বিশঙ্কমানেন দুরোদরছদ্মজিতা জগতী...সমীহতে। ৭

শব্দার্থ ঃ সুযোধনঃ (দুর্যোধন) নৃপাসনস্থঃ অপি (রাজসিংহাসনে আসীন হলেও) বনাধিবাসিনঃ ভবতঃ (বনে বসবাসকারী আপনার কাছ থেকে) পরাভবম্ বিশঙ্কমানঃ (পরাজয় আশংকা করে) দুরোদরছদ্মজিতাং (কপট পাশা খেলায় বিজিত) জগতীং (পৃথিবীকে) নয়েন (নীতিদ্বারা) জেতুম্ (জয় করতে) সমীহতে (চেষ্টা করছেন)। ৭

বঙ্গার্থ ঃ দুর্যোধন রাজসিংহাসনে বসে থেকেও বনবাসী আপনার নিকট থেকে পরাজয় আশঙ্কা করে কপট পাশা দ্বারা বিজিত পৃথিবীকে নীতি প্রয়োগ দ্বারা জয় করতে চেষ্টা করছেন। ৭

ঘণ্টাপথ টীকা : সম্প্রতি যদ্বক্তব্যং তদাহ — বিশঙ্কমান ইতি। সুখেন যুধ্যতে স সুযোধন:। "ভাষায়াং শাসিযুধিদৃশিধৃষিমৃষিভ্যো যুজ্বাচ্য:" ইতি যুধের্যুচ্। নৃপাসনস্থ:

'সিংহাসনস্থোঽপি বনমধিবসতীতি বনাধিবাসিনো বনস্থাত্ রাজ্যভ্রষ্টাদপীত্যর্থঃ। ভবতস্ত্বত্তঃ পরাভবং পরাজয়ং বিশাঙ্কমান উত্প্রেক্ষমাণঃ সন্, দুষ্টমুদরমস্যেতি দুরোদরং দ্যুতম্ পৃষোদরাদিত্বাত্ সাধু। ''দুরোদরো দ্যূতকারে পণে দ্যূতে দুরোদরম্'' ইত্যমরঃ। তস্য ছদ্মনা মিষেণ জিতাং লব্ধাং দুর্নয়ার্জ্জিতাং জগতীং মহীম্। ''জগতী বিষ্টপে মহ্যাং বাস্তুচ্ছন্দোবিশেষয়োঃ'' ইতি বৈজয়ন্তী। নয়েন নীত্যা জেতুং বশীকর্ত্তুং সমীহতে ব্যাপ্রিয়তে, ন তূদাস্ত ইত্যর্থঃ। বলবত্স্বামিকম্ অবিশুদ্ধাগমং চ ধনং ভুঞ্জানস্য কুতো মনঃসমাধিরিতি ভাবঃ। অত্র ''দুরোদরচ্ছদ্মজিতাম্'' ইতি বিশেষণদ্বারেণ পদার্থং প্রতি হেতুত্বেনোপন্যাসাদদ্বিতীয়কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ। তদুক্তম্ — ''হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গমুদাহৃতম্'' ইতি॥ ৬ ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ এবার (বনেচর) বক্তব্য বিষয় বলতে শুরু করল — হে মহারাজ! সে দুর্যোধন রাজসিংহাসনে থেকেও রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী আপনার কাছ থেকে পরাজয় আশঙ্কা করে, দুষ্ট পাশা খেলার পণরূপ ছলের সাহায্যে দুষ্টনীতিকে পাওয়া রাজ্যকে সুষ্ঠু নীতিতে বশীভূত করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন।

ব্যাকরণম্

বিশঙ্কমানঃ — বি — শঙ্ক + শানচ্।

পরাভবঃ — পরা + ভূ + অপ্ (ভাবে)। "ঋদোরপ্।" (পা. ৩।৩।৫৭)

নৃপাসনস্থঃ— নৃপস্য আসনম্ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ) ; তস্মাৎ তিষ্ঠতি ইতি (উপপদ তৎ)। নৃপাসন + স্থ + ক (কর্তরি)।

ভবতঃ — অপাদানে ৫মী। বা 'কতৃকর্মণোঃ কৃতি' ইতি কর্মণি ৬ষ্ঠী।

বনাধিবাসিনঃ — বনম্ অধিবসতি যঃ (উপপদ তৎ) তস্মাৎ। বন + অধি + বস্ ণিনি (কর্তরি)।

দুরোদরছদ্মবিজাং — দুর্ (দুষ্টম্) উদরং যস্য তৎ (বহুব্রীহি) নিপাতনে সিদ্ধম্। দূরোদরম্ এব ছদ্ম (কর্মধা) ; তেন জিতাম্ (৩য়া তৎ)।

নয়েন — করণে ৩য়া। নী — অচ্ (ভাবে), 'পরচ' ইতি অচ্)

সমীহতে — সম্ — ঈহ্ + লট্ তে।

সুযোধনঃ — সু + যুধ্ + কর্মণি যুচ্। সু (সুষ্ঠু) যোধনং যস্য সঃ (বহুব্রীহি)

লক্ষণীয় — ভারবি সর্বত্র দুর্যোধনের পরিবর্ত্তে সুযোধন ব্যবহার করেছেন।

জেতুম্ — জি + তুম্।

জগতী — গম্ + ক্বিপ্ = জগৎ + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্।

এখানে **কাব্যলিঙ্গ** অলঙ্কার হয়েছে। লক্ষণ — **'হেতোর্ব্যাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গমুদাহৃতম্ ॥'**

(৮)

বনেচরের পঞ্চম উক্তি — দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করার জন্য আত্মগুণ প্রকাশ করে যশ বিস্তার করছেন।

তথাপি জিহ্মঃ স ভবজ্জিগীষয়া
তনোতি শুভ্রং গুণসম্পদা যশঃ।
সমুন্নয়ন্ ভূতিমনার্য সঙ্গমাদ্
বরং বিরোধোঽপি সমং মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥

তথাপি জিহ্মঃ স ভবজ্জিগীষয়া তনোতি শুভ্রং গুণসম্পদা যশঃ।
সমুন্নয়ন্ ভূতিমনার্য্যসঙ্গমাদ্ বরং বিরোধোঽপি সমং মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥

গদ্যপাঠ ঃ তথাপি সঃ জিহ্মঃ ভবজ্জিগীষয়া গুণসম্পদা শুভ্রম্ যশঃ তনোতি। ভূতিম্ সমুন্নয়ম্ মহাত্মভিঃ সমম্ বিরোধঃ অনার্যসঙ্গমাৎ বরম্। ৮

বাচ্যান্তরম্ ঃ ...তেন জিহ্মেন...তন্যতে। ...সমুন্নতা বিরোধেন বরেন (বরং)। ৮

শব্দার্থ ঃ তথাপি (তবুও) স জিহ্মঃ (সেই কুটিল দুর্যোধন) ভবজ্জিগীষয়া (আপনাকে জয় করার ইচ্ছায়) গুণসম্পদা (গুণরূপ সম্পদ দ্বারা) শুভ্রযশঃ (শুভ্রযশ) তনোতি (বিস্তার করছে)। ভূতিম্সমুন্নয়ন্ (মঙ্গলবিধায়ক) মহাত্মভিঃ সমম্ (মহাত্মাদের সঙ্গে) বিরোধঃ (শত্রুতা) অনার্যসঙ্গমাৎ (দুর্জনদের সংসর্গ অপেক্ষা) বরম্। (ভাল)। ৮

বঙ্গার্থ ঃ তথাপি সেই কুটিল (দুর্যোধন) আপনাকে জয় করার ইচ্ছায় গুণগরিমা দ্বারা নির্মল যশ বিস্তার করছে। সুতরাং মঙ্গলবিধায়ক বলে মহাত্মাদের সঙ্গে বিরোধ দুর্জনদের সংসর্গ অপেক্ষা ভাল। ৮

ঘণ্টাপথ টীকা : ''নয়েন জেতুং জগতীং সমীহতে'' ইত্যুক্তম্, তত্প্রকারমাহ — তথাপীতি। তথাপি সাশঙ্কোঽপি জিহ্মো বক্রঃ বঞ্চক ইতি যাবত্। সঃদুর্য্যোধনঃ ভবজ্জিগীষয়া গুণৈর্ভবন্তমাক্রমিতুমিচ্ছয়েত্যর্থঃ। ''হেতৌ'' ইতি তৃতীয়া। গুণসম্পদা দানদাক্ষিণ্যাদিগুণগরিম্ণা করণেন শুভ্রং যশস্তনোতি। স খলো গুণলোভনীয়াং ত্বৎসম্পদমাত্মসাত্ কর্তুং ত্বত্তোঽপি গুণবত্তামাত্মনঃ প্রকটয়তীত্যর্থঃ। নন্বেবং গুণিনঃ সতোঽপি সজ্জনবিরোধো মহান্ দোষ ইত্যাশাঙ্ক্য সোঽপি সত্সংসর্গলাভে নীচসঙ্গমাদ্বরমুত্কর্ষাবহত্বাদিত্যাহ — সমিতি। তথাহি ভূতিং সমুন্নয়ন্ উত্কর্ষমাপাদয়ন্। ''লটঃ শাতৃশানচৌ'' ইত্যাদিনা শাতৃপত্যয়ঃ। পুনর্লঙ্গ্রহণসামর্থ্যত্ প্রথমাসামানাধিকরণ্যম্। মহাত্মভিঃ সমং সহেত্যর্থঃ, ''সাকং সত্রা সমং সহ'' ইত্যভরঃ। অনার্য্যসঙ্গমাত্ দুর্জনসংসর্গাত্ ''পঞ্চমী বিভক্তেঃ'' ইতি পঞ্চমী। বিরোধোঽপি বরং মনাক্ প্রিয়ঃ। ''দেবাদ্বৃতে বরঃ শ্রেষ্টে ত্রিষু ক্লীবং মনাক্ প্রিয়ে'' ইত্যভরঃ। অত্র মৈত্র্যপেক্ষয়া মনাক্প্রিয়ত্বং বিরোধস্য ''ভূতিং সমুন্নয়ন্'' ইত্যস্য পূর্ববাক্যান্বয়ে সমাপ্তস্য বাক্যার্থস্য

পুনরাদানাত্ সমাপ্তপুনরাত্তাখ্যানদোষাপত্তিঃ। তদুক্তং কাব্যপ্রকাশে — ''সমাপ্তপুনরাদানাত্ সমাপ্তপুনরাত্তকম্'' ইতি। ন চ বাক্যান্তরমেতত্ যেনোক্তদোষপরিহারঃ স্যাত্। অর্থান্তর-ন্যাসোঽলঙ্কারঃ। স চ ভূতিসমুন্নয়নস্য পদার্থবিশেষণদ্বারা বিরোধবত্ত্বং প্রতি হেতুত্বাভিধানরূপকাব্যলিঙ্গানুপ্রাণিত ইতি॥ ৮ ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দুর্যোধন নীতিদ্বারা জগৎকে জয় করতে উদ্যত হয়েছেন। এখন দুর্যোধন কেমনভাবে নীতি দ্বারা জগৎকে বশীভূত করার চেষ্টা করছেন, সে সম্পর্কে (এবার বনেচর) বলল — যদিও সেই দুর্যোধন কপট, বঞ্চক — তাহ'লেও তিনি আপনাকে অতিক্রম করার ইচ্ছায় দাক্ষিণ্যাদি গুণ-গরিমাদ্বারা শুভ্রযশঃ বিস্তার করেছেন। সেই খল দুর্যোধন আপনার গুণশোভন আপনার সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য আপনার থেকেও তাঁর গুণবত্তা অধিক — এইভাবে প্রকট করেছেন। নিশ্চয় এরূপ গুণীর সজ্জনের সঙ্গে বিরোধ — মহান দোষ ; এই আশঙ্কায় তিনি সৎসংসর্গ, নীচসঙ্গ অপেক্ষা ভাল ভেবেছেন। মঙ্গল আনয়ন করে বলে মহাত্মাদের সঙ্গ, দুর্জন সংসর্গ অপেক্ষা প্রিয়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ মহাকবি ভারবিবিরচিতস্য 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যস্য প্রথম সর্গে বনেচরবচনেষু নিহিতোঽয়ং শ্লোকঃ।

কপটদ্যূতেন হৃতসর্বস্বেন দ্বৈতবনে নিবসতা যুধিষ্ঠিরেণ দুর্যোধনস্য প্রজাপালনবৃত্তিং বেদিতুং নিযুক্তশ্চরো বনেচরো বিদিতবৃত্তান্তঃ প্রত্যাগম্য দুর্যোধনস্য আত্মগুণবিস্তার প্রযত্নবৃত্তান্তং জ্ঞাপয়ন্ যুধিষ্ঠিরমাহ তথাপি জিহ্ম ইতি।

তথাপি সশঙ্কোঽপি জিহ্মঃ বক্রঃ বঞ্চকঃ ইতি যাবৎ সঃ দুর্যোধনঃ ভবজ্জিগীষয়া গুণৈঃ ভবন্তম্ আক্রমিতুম্ ইচ্ছয়া ইত্যর্থঃ। গুণসম্পদা দানদ্যাক্ষিণ্যাদি গুণগরিম্না করণেন। শুভ্রং যশঃ তনোতি। স খলো লোভনীয়াং গুণসম্পদম্ আত্মসাৎ কর্তুং ত্বত্তোঽপি গুণবত্তাম্ আত্মনঃ প্রকটয়তি। ননু এবং গুণিনঃ সতোঽপি সজ্জনবিরোধো মহানপি অস্য দোষ ইত্যাশঙ্ক্য সোঽপি সৎসংসর্গলাভো নীচসঙ্গমাৎ বরম্। ভূতিং সমুন্নয়ন উৎকর্ষমাপদয়ন্ মহাত্মভিঃ সমং সহ ইত্যর্থঃ অনার্যসঙ্গমাৎ দুর্জনসংসর্গাৎ বিরোধোঽপি বরং মনাক্ প্রিয়ঃ।

দুর্যোধন ইদানীং রাজ্যপ্রতিষ্ঠাং সুস্থিরাং কর্তুম্ আত্মগুণান্ তনোতি। যতঃ তদানীমপি প্রজাঃ হৃতসর্বস্বস্য যুধিষ্ঠিরস্য এব গুণমুগ্ধাঃ আসন্। তেন গুণপ্রহরণেনৈব যুধিষ্ঠিরো জয্যমিতি বিচার্য দুর্যোধন এবং কৃতবান্।

অত্র স্বভাবকপটস্য দুর্যোধনস্য সৎপ্রচেষ্টায়াঃ কারণং দর্শয়তা কবিনা অর্থান্তরন্যাসেন সমর্থ্যতে — অভ্যুদয়মিচ্ছতো জনস্য দুর্জনেন সহ মিত্রতায়া অপি মহাত্মনা সহ বিরোধো বরম্। যতঃ মহাত্মানং জেতুং স্বেন গুণঃ অর্জনীয়ঃ, কিন্তু নীচেন সহ মিত্রতায়া দোষঃ এব জায়তে। অধুনা মহাত্মনা যুধিষ্ঠিরেণ শত্রুতাবশাৎ পুনস্তং জেতুং দুর্যোধনস্য গুণ এব বর্ধন্তে ইতি ভাবঃ।

অত্রার্থান্তরন্যাসোঽলঙ্কারঃ কাব্যলিঙ্গানুপ্রাণিতঃ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য শ্লোকটি ভারবি রচিত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের প্রথমসর্গে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বনেচরের উক্তিগুলির অন্যতম।

দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি ও প্রজাদের মনোভাব জানার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিযুক্ত চর বনেচর সমস্ত তথ্য অবগত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে — কপটচারী দুর্যোধন কপট পাশা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের রাজসিংহাসন জয় করেও নিশ্চিত হতে পারেন না। তিনি এখন রাজ্যে নিজের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করতে আত্মগুণ বিস্তার করে যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছেন। কারণ রাজ্যের মূল যে প্রজাবৃন্দ, তারা এখন যুধিষ্ঠিরের গুণমুগ্ধ বা অনুরক্ত। তাই দুর্যোধন বুঝেছেন যে — তাঁকে গুণবিস্তাররূপ অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করতে হবে এবং এক্ষণে দুর্যোধন সেরূপ কর্মেই ব্রতী হয়েছেন।

কপটাচারী দুর্যোধনের ঐরূপ সৎপ্রচেষ্টার কারণ বুঝতে কবি অর্থান্তরন্যাসের আশ্রয় অবলম্বন করে বলেছেন যে — উন্নতি কামনা করলে নীচলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব অপেক্ষা মহাপুরুষের সঙ্গে বিরোধ অনেক গুণে শ্রেয়ঃ। কারণ মহাপুরুষগণ সদ্‌গুণের আধার। তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা হলে, তাঁদের জয় করতে হলে নিজেকে গুণ অর্জন করতে হয়। কিন্তু নীচলোকের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে নীচতাই বাড়ে। তাই উন্নতিকামীরা গুণবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কামনা করেন। দুর্যোধনও এক্ষণে সেই পথই অবলম্বন করেছেন।

ব্যাকরণম্

জিহ্মা — জহাতি সরলভাবম্ ইতি হা + মন্ — কর্তরি।

ভবজ্জিগীষয়া— ভবতঃ জিগীষা। (ষষ্ঠী তৎ) ৩য়া। জি + সন্ + অ + স্ত্রিয়াং টাপ্ হেতৌ ৩য়া।

শুভ্রং— শুভ্ + রক্ (ঔণাদিকঃ) 'মালিন্য ব্যোম্নিপাপে, যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্যোঃ'। — সা.দ.

গুণসম্পদা— গুণঃ এব সম্পদ্ (কর্মধা) ৩য়া। করণে ৩য়া। সম্ + পদ্ + ক্বিপ্ ভাবে = সম্পৎ।

সমুন্নয়ন্— সম্ — উৎ - নী + শতৃ ১ মা ১ ব.।

ভূতিম্— ভূ + ক্তিন্ (ভাবে)

অনার্যসঙ্গমাৎ— ঋ + ণ্যৎ = আর্য। ন আর্যঃ-অনার্যঃ (নঞ তৎ) তেষাং সঙ্গমঃ (ষষ্ঠী তৎ); তস্মাৎ — অপেক্ষার্থে ৫মী।

বিরোধঃ— বি-রুধ্ + ঘঞ (ভাবে)। বরম্ — ঈষৎ প্রিয়ম্ (অব্যয়)

মহাত্মভিঃ— সহার্থশব্দযোগে ৩য়া। মহান্ আত্মা যেষাং তে (বহু) তৈঃ।

এখানে প্রথমে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়েও পরে কাব্যলিঙ্গ সূচিত হওয়ায় সামগ্রিক ভাবে কাব্যলিঙ্গানুপ্রাণিত অর্থান্তর ন্যাস অলঙ্কার হয়েছে।

**টিপ্পনী — বরং পণ্ডিতশত্রুশ্চ ন মূর্খো হিতকারকঃ।
বানরেণ হতো রাজা বিপ্রাশ্চৌরেণ রক্ষিতাঃ ॥** হিতোপদেশ

(৯)

বনেচরের ষষ্ঠ উক্তি — দুর্যোধন সম্প্রতি দিবারাত্র ন্যায় নীতির সঙ্গে নিজ পৌরুষ বিস্তার করছেন।

**কৃতারিষড়্ বর্গজয়েন মানবীম্
অগম্যরূপাং পদবীং প্রপিৎসুনা।
বিভজ্য নক্তন্দিবমস্ততন্দ্রিণা
বিতন্যতে তেন নয়েন পৌরুষম্ ॥ ৯ ॥**

**कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीमगम्यरुपां पदवीं प्रपित्सुना।
विभज्य नक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्॥ ९ ॥**

গদ্যপাঠ ঃ কৃতারিষড়্বর্গজয়েন অগম্যরূপাং মানবীম্পদবীম্ প্রপিৎসুনা অস্তত-ন্দ্রিনা তেন পৌরুষম্ নক্তন্দিবম্ বিভজ্য নয়েন বিতন্যতে। ৯

বাচ্যান্তরম্ ঃ কৃতারিষড়্বর্গজয়ঃ......প্রপিৎসুঃ অস্ততন্দ্রিঃ সঃ......বিতনোতি। ৯

শব্দার্থ ঃ কৃতারিষড়্ বর্গজয়েন (কামাদি ষড়্‌রিপুকে জয় করে) অগম্যরূপাম্ (অত্যন্ত দুর্লভ) মানবীম্ পদবীম্ (মনুকর্তৃক উপদিষ্ট পথ) প্রপিৎসুনা (পাওয়ার ইচ্ছায়) অস্ততন্দ্রিণা (নিরলসভাবে) তেন (তিনি) পুরুষম্ (পুরুষকারকে) নক্তন্দিবম্ (দিবারাত্রিতে) বিভজ্য (ভাগ করে) নয়েন (নীতির সঙ্গে) বিতন্যতে (বিস্তার বা প্রয়োগ করছেন)। ৯

বঙ্গার্থ ঃ (কামক্রোধাদি) ছয়টি রিপুকে জয় করে মনু কর্তৃক নির্দিষ্ট সুকঠিন প্রজাপালন পদ্ধতি অবলম্বন করার ইচ্ছায় তিনি (দুর্যোধন) অনলসভাবে পুরুষকারকে দিনে ও রাত্রিতে (এই বেলায় এই কার্য করতে হবে — এভাবে) ভাগ করে নীতির সঙ্গে প্রয়োগ করছেন। ৯

ঘণ্টাপথ টীকা: ননু ''कातर्य्यं केवला नीति:'' इत्याशङ्क्य नीतियुक्तं पौरुषमस्येत्याह — कृतेति। षणां वर्ग: षड्वर्ग:। अरीणामन्त:शत्रूणां कामक्रोधादीनां षड्वर्गोऽरिषड्वर्ग:, शिवभागवतवत् समास:। तस्य जय: कृतो येन तथोक्तेन विनीतेनेत्यर्थ:। विनीताधिकारं प्रजापालनमिति भाव:। अगम्यरुपां पुरुषमात्रदुष्प्राप्याम् मनोरिमां मानवीं मनूपदिष्टसदाचारक्षुण्णामित्यर्थ:। पदवीं प्रजापालनपद्धतिं प्रपित्सुना प्रतिपत्तुमिच्छुना प्रपद्यतेः सनन्तादुप्रत्यय:। ''सनि मीमा'' इत्यादिनेसादेश:। ''अत्र लोपोऽभ्यासस्य'' इत्यभ्यासमोप:।

অস্তা তন্দ্রিঃ আলস্যং যস্য তেন অস্ততন্দ্রিণা অনলসেনেত্যর্থঃ। তদিঃ সৌত্রো ধাতুঃ। তস্মাত্ ''বদ্ধাদয়শ্চ'' ইত্যৌণাদিকঃ কিন্ প্রত্যয়ঃ। ''কৃদিকারাদক্তিনঃ'' ইতি বা ঙীষ্। ''বন্দীঘটীতরীতন্দ্রীতি ঙীষন্তোঽপি'' ইতি ক্ষীরস্বামী। তথা রামায়ণপ্রয়োগঃ — ''নিস্তন্দ্রিরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষ পরদোষবত্'' ইতি। তেন দুর্য্যোধনেন পুরুষস্য কর্ম্ম পৌরুষং পুরুষকারঃ, উদ্যোগ ইতি যাবত্। যুবাদিত্বাদণপ্রত্যয়ঃ। ''পৌরুষং পুরুষস্যোক্তে ভাবে কর্মণি তেজসি'' ইতি বিখঃ। নক্তং চ দিবা চ নক্তন্দিবম্ অহোরাত্রয়োরিত্যর্থঃ। ''অচতুর'' হত্যাদিনা সমম্যথবৃত্ত্যোরব্যয়য়োর্দ্বন্ধনিপাতেঽচসমাসান্তঃ। বিভজ্য অস্যাং বেলায়ামিদং [কার্য্যমিদম-কার্য্যমিদমিতি] বিভাগং কৃত্বা নয়েন নীত্যা বিতন্যতে বিস্তার্য্যতে ॥ ৭ ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ দুর্যোধন তাহলে কেবল কাতরভাবে নীতিপ্রয়োগ করছেন — এই আশংকার অপনোদন করে দুর্যোধনের নীতিযুক্ত পুরুষকারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন — দুর্যোধন কাম-ক্রোধাদি অরিষড়বর্গকে জয় করে বিনীতভাবে প্রজাপালন করছেন। বিশেষতঃ তিনি সাধারণ পুরুষের পক্ষে অপ্রাপ্য মনু কর্তৃক উপদিষ্ট সদাচারপূর্ণ প্রজাপালন পদ্ধতি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়ে নিরলসভাবে দিবারাত্রকে ভাগ করে অর্থাৎ এই বেলায় এটি করণীয় বা অকরণীয় — এইভাবে ভাগ করে নীতিপূর্ণভাবে পুরুষকারকে বিস্তার করছেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ মহাকবি .....শ্লোকঃ (পূর্ববৎ)।

কপটদ্যূতেন হৃতসর্বস্বেন দ্বৈতবনে নিবসতা যুধিষ্ঠিরেণ দুর্যোধনস্য প্রজাপালনবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং নিযুক্তশ্চরো বনেচরো বিদিতবৃত্তান্তঃ প্রত্যাগম্য যুধিষ্ঠিরায় দুর্যোধনস্য রাজ্যশাসনপদ্ধতিসূত্রং নিবেদয়ামাস।

অরিষড়্বর্গঃ অরীণামন্তঃশত্রুণাং কামক্রোধাদীনাং ষড়বর্গোঽরিষড়বর্গ। তস্য জয়কৃতো যেন তেন তথোক্তম্ বিনীতেন অগম্যরূপ্যং পুরুষমাত্রদুষ্প্রাপ্যাম্ মানবীম্ মনূপদিষ্টসদাচার-ক্ষুণ্ণাম্ পদবীং প্রজাপালন পদ্ধতিং প্রপিৎসুনা প্রাপ্তুমিচ্ছুনা অস্ততন্দ্রিণা অনলসেন পৌরুষং পুরুষকারঃ উদ্যোগ ইতি নক্তন্দিবম্ অহোরাত্রয়োরিত্যর্থঃ বিভজ্য অস্যাং বেলায়াম্ ইদং কর্ম ইতি বিভাগং কৃত্বা নয়েন নীত্যা বিতন্যতে বিস্তার্যতে।

প্রজারঞ্জনাৎ রাজা যথার্থং রাজা ভবেৎ। প্রজারঞ্জনার্থং রাজ্ঞশ্চরিত্রগঠনং কর্তব্যং, চরিত্র গঠনার্থন্তু কামাদীনাং ষড়্রিপুনাংজয়ঃ প্রাগেব করণীয়ঃ। দুর্যোধনোঽপি অধুনা কামাদীন্ ষড়্রিপুন্ বিজিত্য মনুনির্দিষ্টং পন্থানমবলম্ব্য আলস্যবর্জনেন নক্তন্দিবং কৃত্বা ন্যায়শাসনেন উদ্যোগী রাজা ইতি প্রমাণয়তি।

ব্যাকরণম্

কৃতারিষড়্বর্গজয়েন — ষণ্ণাংবর্গঃ (৬ষ্ঠী তৎ) অরীণাং ষড়্বর্গঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্য জয়ঃ (৬ষ্ঠী তৎ) কৃতঃ অরিষড়বর্গজয়ঃ যেন সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

মানবীম্ — মনোঃ ইমাম্ ইতি মনু + অণ্ + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্।

অগম্যরূপাম্ — ন গম্যম্ (নঞ তৎ) অগম্যং রূপং যস্যাঃ (বহুব্রীহিঃ) তাম্।

প্রপিৎসুনা — প্র — পদ্ + সন্ + উ — তৃয়া ১ব.।
বিভজ্য — বি — ভজ্ + ল্যপ্।
নক্তন্দিবম্ — নক্তং চ দিবা চ (দ্বন্দ্ব)
অন্ততন্দ্রিনা — অস্ত তন্দ্রিঃ যস্য (বহুব্রীহিঃ) তেন।
বিতন্যতে — বি + তন্ + কর্মণি লট্ তে।
পৌরুষম্ — পুরুষ + অণ্। উক্তে কর্মণি প্রথমা।

টিপ্পনীঃ ১. রাত্রিন্দিব বিভাগেন যথাদিষ্টং মহীক্ষিতাম্।
তৎ সিষেবে নিয়োগেন সবিকল্প পরাঙ্মুখঃ ।।

২. কাতর্যং কেবলানীতিঃ শৌর্যে শ্বাপদ চেষ্টিতম্।
ততঃ সিদ্ধিং সমেতাভ্যাং উভাভ্যাম্ অন্বিয়েষ সঃ ।। রঘু ১৭/৪৭

(১০)

দুর্যোধনের লোকব্যবহার অর্থাৎ ভৃত্য-পরিজনের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কীয়— বনেচরের সপ্তম উক্তি —

সখীনিব প্রীতিযুজোঽনুজীবিনঃ
সমানমানান্ সুহৃদশ্চ বন্ধুভিঃ।
স সন্ততং দর্শয়তে গতস্ময়ঃ
কৃতাধিপত্যামিব সাধু বন্ধুতাম্ ॥ ১০ ॥

सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः।
स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्॥ १० ।।

গদ্যপাঠ ঃ গতস্ময় সঃ সন্ততম্ সাধু অনুজীবিনঃ প্রীতিযুজঃ সখীন্ ইব, সুহৃদঃ বন্ধুভিঃ সমানমানান্ বন্ধুতাম্ চ কৃতাধিপত্যাম্ ইব দর্শয়তে। ১০

বাচ্যান্তরম্ ঃ গতস্ময়েন তেন.....সখায়ঃ ইব.....সমানমানাঃ বন্ধুতা কৃতাধিপত্যা ইব দর্শ্যতে। ১০

শব্দার্থ ঃ গতস্ময়ঃ (নিরহংকার) স (তিনি-দুর্যোধন) সন্ততম্ (সর্বদা) সাধু (সম্যক্‌ভাবে) অনুজীবিনঃ (ভৃত্যগণকে) প্রীতিযুজঃ (প্রেমপূর্ণ-প্রিয়) সখীন্ ইব (বন্ধুর মত), সুহৃদঃ (বন্ধুদিগকে) বন্ধুভিঃ সমানমানান্ (আত্মীয়দের সমান মর্যাদাযুক্ত) বন্ধুতাম্ চ (এবং অত্মীয়দিগকে) কৃতাধিপত্যাম্ ইব (আধিপত্য যুক্তের মত অর্থাৎ রাজার মত) দর্শয়তে (দেখাচ্ছেন)। ১০

বঙ্গার্থ ঃ নিরহঙ্কার সেই দুর্যোধন সর্বদা ভৃত্যগণকে সম্যকভাবে প্রিয় বন্ধুর মত,

(অর্থাৎ তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যে দেখে মনে হয় যেন তারা তাঁর পরম মিত্র) সুহৃদ অর্থাৎ বন্ধুদিগকে আত্মীয়দের সমান সম্মান দেখান এবং আত্মীয়গণকে রাজার মত অর্থাৎ তাদেরই যেন রাজত্ব — এরকম দেখান। ১০ [মূলতঃ যাদের যেরূপ সম্মান প্রাপ্য তিনি তার থেকে বেশি মাত্রায় সম্মান দেখিয়ে সকলকে সন্তুষ্ট করেছেন।]

घण्टापथ टीका: सम्प्रति भृत्यानुरागमाह — सखीनिति। गतस्मयो निरहङ्कारोऽतएव स दुर्य्योधनः सन्ततम् अनारतं साधु सम्यक् अकपटम् इत्यर्थः। अनुजीविनो भृत्यान् प्रीतियुजः स्निग्धान् सखीनिव मित्राणि इव दर्शयते लोकस्येति शेषः। 'हेतुमति च' इति णिच्। ''णिचश्च'' इति आत्मनेपदम्। शोभनं हृदं येषां तान् सुहृदो मित्राणि च। ''सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः'' इति निपातः। बन्धुमिः भ्रात्रादिबिः समानमानान् तुल्यसत्कारान् दर्शयते। बन्धूनां समूहो बन्धुता ताम्. ''ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्।'' कृतम आधिपत्यं स्वाम्यं यस्यास्तां कृताधिपत्यामिव दर्शयते, बन्धून् अधिपतीनिव दर्शयते इत्यर्थः। यथा भृत्यादिषु सख्यादिबुद्धिर्जायते लोकस्य, तथा तान् सम्भावयतोत्यर्थः। अनुजीव्यादीनाम् ''कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म्म'' इति कर्म्मत्वम्। पूर्वे त्वस्मिन्नेव पदान्वये वाक्यार्थमित्थं वर्णयन्ति — स राजा अनुजीव्यादीन् सख्यादीनिव दर्शयते। सख्यादय इव ते तु तं पश्यन्ति। सख्यादिभावेन पश्यतस्तांस्तथा दर्शयते, स्वयमेव छन्दानुवर्त्तितया स्वदर्शनं तेभ्यः प्रयच्छतीत्यर्थः। अत्रापि स्वस्ये (अर्थात्तस्ये) ण्मितकर्म्मत्वम्, अणि कर्त्तुरनुजीव्यादेः ''अभिवादि-दृशोरात्मनेपदमुपसंख्यानम्'' इति पाक्षिकं कर्म्मत्वम्। एवं चात्राण्यन्तकर्म्मणो राज्ञोऽण्यन्ते कर्त्तृत्वेऽपि ''आरोहयते हस्ती स्वयमेव'' इत्यादिवत् अश्रूयमाणकर्म्मान्तरत्वाभावात नायं णेरणदिसूत्रस्य विषय इति मत्वा ''णिचश्च'' इत्यात्मनेपदं प्रतिपेदिरे। भाष्ये तु पेरणावतिसूत्रविषयत्वमपि अस्योक्तम्। यथाह — ''पश्यन्ति भृत्या राजानम्, दर्शयते भृत्यान् राजा, दर्शयते भृत्यै राजा अत्र आत्मनेपदं सिद्धं भवति'' इति। अत्राह कैयटः — ''ननु कर्म्मान्तरसङ्गावादत्रात्मनेपदेन सम्भाव्यम्। उच्यते — अस्मादेवोदाहरणाद्भाष्य-कारस्यायमेवाभिप्राय ऊह्यते। अण्यन्तावस्थायां ये कर्त्तुकर्म्मणी तद्व्यतिरिक्तकर्म्मान्तरसद्भावात् आत्मनेपदं न भवति। यथा ''स्थलमारोहयति मनुष्यान्'' इति, इह तु अण्यन्तावस्थायां कर्त्तुणां भृत्यानां णौ कर्म्मत्वमिति भवत्येवात्मनेपदम् इति॥ १० ॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ এখন দুর্যোধনের ভৃত্যানুরাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হচ্ছে। এখন নিরহঙ্কার, সেই সঙ্গে সর্বদা কপটহীনভাবে ভৃত্যদের প্রতি স্নিগ্ধ মিত্রের মত ভাব দেখাচ্ছেন, মিত্রদের প্রতি ভ্রাতাদের সমান আদর প্রদর্শন করেন, ভ্রাতা জ্ঞাতি প্রভৃতির উপরই যেন আধিপত্য বা কর্তৃত্ব ন্যস্ত আছে — এরূপ ব্যবহার করে থাকেন। লোকের যেরূপ ভৃত্যপ্রভৃতির উপর মিত্রপ্রভৃতি ভাব জন্মায়, সেভাবে তাদিগকে আদর বা সম্মান করে।

ব্যাকরণম্

প্রীতিযুজঃ— প্রীতিং — যুঞ্জন্তি ইতি (বহুব্রীহিঃ), প্রীতি — যুজ্ + ক্বিপ্।

অনুজীবিনঃ — অনু-জীব + ণিনি-কর্তরি। কর্মণি ২য়া।

বন্ধুভিঃ — বন্ধ্ + উ। তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাংতৃতীয়ান্যতরস্যাম্। বৈকল্পিক — বন্ধুনাম্।

সমানমানান্ — সমানঃ মানঃ যেষাং (বহুব্রীহিঃ) তান্।

সন্ততম্ — সম্ + তন্ + ক্ত।

দর্শয়তে — দৃশ্ + ণিচ্ + লট্ তে।

গতস্ময়ঃ — গতঃ স্ময়ঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

কৃতাধিপত্যাম্ — কৃতম্ আধিপত্যম্ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ) তাম্।

সূহৃদঃ — সু শোভনং হৃদয়ং যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ)।

বন্ধুতাম্ — বন্ধুনাং সমূহঃ ইতি বন্ধু + তল্ + স্ত্রিয়াং টাপ্।

এখানে **উপমা** অলঙ্কার হয়েছে। লক্ষণ —

'সাম্যংবাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমাদ্বয়োঃ।'

(১১)

বনেচরের অষ্টমউক্তি — দুর্যোধন সমভাবে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করছেন —

অসক্তমারাধয়তো যথাযথং
বিভজ্য ভক্ত্যা সমপক্ষপাতয়া।
গুণানুরাগাদিব সখ্যমীয়িবান্
ন বাধতেঽস্য ত্রিগণঃ পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥

অসক্তমারাধয়তো যথাযথং বিভজ্য ভক্ত্যা সমপক্ষপাতয়া।
গুণানুরাগাদিব সখ্যমীয়িবান্ ন বাধতেঽস্য ত্রিগণঃ পরস্পরম্॥ ১১ ॥

গদ্যপাঠ ঃ যথাযথম্ বিভজ্য সমপক্ষপাতয়া ভক্ত্যা অসক্তম্ আরাধয়তঃ অস্য ত্রিগণঃ গুণানুরাগাৎ সখ্যম্ ঈয়িবান্ ইব পরস্পরম্ ন বাধতে। ১১

বাচ্যান্তরম্ ঃ ...ত্রিগণেন ঈয়ুষা...বাধতে। ১১

শব্দার্থ ঃ যথাযথম্ বিভজ্য (যথাযথ বিবেচনা করে) সমপক্ষপাতয়া (পক্ষপাতশূন্য হয়ে) ভক্ত্যা (শ্রদ্ধা বা অনুরাগের সঙ্গে) অসক্তম্ (অনাসক্ত ভাবে) আরাধয়তঃ (সেবারত) অস্য (দুর্যোধনের) ত্রিগণঃ (ধর্ম-অর্থ-কাম-এই ত্রিবর্গ) গুণানুরাগাৎ (গুণের প্রতি অনুরাগবশতঃ) সখ্যম্ (বন্ধুত্ব) ঈয়িবান্ ইব (যেন প্রাপ্ত হয়ে) পরস্পরম্ (একে অন্যকে) ন বাধতে (বাধা দেয় না)। ১১

বঙ্গার্থ ঃ যথাযথ অর্থাৎ ন্যায্যভাবে বিবেচনা করে পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে

শ্রদ্ধাসহকারে অনাসক্তভাবে সেবা করছেন যে দুর্যোধন, তাঁর ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) তাঁর গুণের প্রতি অনুরাগবশতঃই যেন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়ে পরস্পরকে বাধা দিচ্ছে না। ১১

ঘণ্টাপথ টীকা : ন চায়ং ত্রিবর্গাত্ প্রমাদ্যতীত্যাহ — অসক্তমিতি। যযাযথং যথাস্বং বিভজ্য সঙ্কীর্ণরুপং বিবিচ্যেত্যর্থঃ। ''যথাস্বে যথাযথম্'' ইতি নিপাতনাদ্ দ্বির্ভাবো নপুংসকত্বঞ্চ। ''হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য'' ইতি হ্রস্বত্বম্। পক্ষে পাতঃ পক্ষপাতঃ আসক্তিবিশেষঃ সমঃ তুল্যো যস্যাং সা তথা তয়া সমপক্ষপাতয়া, ভক্ত্যা অনুরাগবিশেষেণ, পূজ্যেষু অনুরাগো ভক্তিরিত্যুপদেশঃ, পূজ্যশ্চ অয়ং ত্রিবর্গ ইতি ভাবঃ। অসক্তমনাসক্তম্ অব্যসনিতয়েতি যাবত্ আরাধয়তঃ সেবমানস্য অস্য দুর্য্যোধনস্য ত্রয়াণাং ধর্ম্মার্থকামানাং গণস্ত্রিগণস্ত্রিবর্গঃ। ''ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থৈশ্চতুর্বর্গঃ সমোক্ষকৈঃ'' ইত্যমরঃ। গুণানুরাগাত্ তদীয়গুণেষু অনুরাগাত্ গুণবদাশ্রয়লোভাদিত্যর্থঃ। সখ্যং মৈত্রীম্, ''সখ্যুর্যঃ'' ইতি যপ্রত্যয়ঃ। ঈয়িবান্ উপগতবানিব ইতি উত্প্রেক্ষা। ''উপেয়িবাননাশ্বাননূচানশ্চ'' ইতি ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ, ''নাত্রোপসর্গস্তন্ত্রম্'' ইতি কাশিকাকার আহ স্ম। পরস্পরং ন বাধতে, সমবর্ত্তিত্বাদস্য ধর্ম্মার্থকামাঃ পরস্পরানুপমর্দেন বর্দ্ধন্তে ইত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ — ''ধর্ম্মার্থ কামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ'' ইতি ॥ ১১ ।।

ঘণ্টাপথার্থ ঃ দুর্যোধনের ত্রিবর্গসাধন সম্পর্কে বললেন — দুর্যোধন বিবেচনাপূর্বক পক্ষপাতশূন্য হয়ে অনাসক্ত থেকে ভক্তি সহকারে অর্থাৎ এটি পূজ্য — এইভাবে আরাধনা করায় ধর্ম, অর্থ, কাম — এই ত্রিবর্গ তাঁর গুণাবলীর প্রতি অনুরাগবশতঃ — গুণবানের আশ্রয়ের প্রতি লোভবশতঃ তারা যেন বন্ধুত্ব লাভ করেছিল এবং তারা সমবর্তিতাবশতঃ একটি অপরকে বাধা দেয় না বরং পরস্পর বর্ধিত হচ্ছে।

ব্যাকরণম্

অসক্তম্ — ন সক্তম — (নঞ তৎ)। সন্জ + ক্ত = সক্ত।

আরাধয়তঃ — আঙ্ — রাধ্ + ণিচ্ + শতৃ ৬ষ্ঠী ১বচন।

সমপক্ষপাতয়া — পক্ষে পাতঃ (৭মী তৎ), সমঃ পক্ষপাতঃ যস্যাং (বহুঃ) ৩য়া।

ভক্ত্যা — ভজ্ + ক্তিন্ (ভাবে) ভক্তি — করণে ৩য়া।

গুণানুরাগাৎ— গুণেষু অনুরাগঃ (৭মী তৎ) তস্মাৎ। হেতৌ ৫মী।

সখ্যম্— সখ্যুঃ ভাবঃ ইতি সখি + যৎ।

ঈয়িবান্— ই + ক্বসু — পুং ১মা ১বচন।

ত্রিগণঃ— ত্রয়াণাং (ধর্মার্থকামাং) গণঃ (৬ষ্ঠী তৎ)

পরস্পরম্— পরম্ পরম্ ইতি কর্মব্যতীহারে সর্বনাম্নো দ্বে বাচ্যে সমাসবচ্চ বহুলম্ ইতি দ্বিতম্। ক্রিয়া বিশেষণে ২য়া।

এখানে **উৎপ্রেক্ষা** অলঙ্কার হয়েছে। লক্ষণ —

ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা ॥

টিপ্পনী --- মনুবচন --- ধর্মার্থাবুচ্যেতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম এব বা।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গে ইতি তু স্থিতিঃ ॥

মহাভারত --- ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যোহ্যেকসক্তঃসজনো জঘন্যঃ।
দ্বয়োস্তু দাক্ষ্যং প্রবদন্তি মধ্যং স উত্তমো যোঽভিরতাস্ত্রিবর্গে ॥

(১২)

বনেচরের নবম উক্তি --- দুর্যোধন যথাযথভাবে সামদানাদি নীতিগুলি প্রয়োগ করছেন ---

'নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জিতং
ন ভূরিদানং বিরহয্য সৎক্রিয়াম্।
প্রবর্ততে তস্য বিশেষশালিনী
গুণানুরোধেন বিনা ন সৎক্রিয়া ॥ ১২ ॥

নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জিতং ন ভূরি দানং বিরহয্য সত্ক্রিয়াম্।
প্রবর্ত্ততে তস্য বিশেষশালিনী গুণানুরোধেন বিনা ন সত্ক্রিয়া॥ ১২ ।।

গদ্যপাঠ ঃ তস্য নিরত্যয়ম্ সাম দানবর্জিতম্ ন প্রবর্ততে। ভূরিদানং সৎক্রিয়াম্ বিরহয্য ন (প্রবর্ততে)। বিশেষশালিনী সৎক্রিয়া গুণানুরোধেন বিনা ন (প্রবর্ততে)। ১২

বাচ্যান্তরম্ ঃ .....নিরত্যয়েন সাম্না দানবর্জিতেন ন প্রবৃত্যতে, ভূরিদানেন.....বিশেষশালিন্যা সৎক্রিয়য়া...। ১২

শব্দার্থ ঃ তস্য (সেই দুর্যোধনের) নিরত্যয়ম্ (অমায়িক) সাম (সামনীতি --- মধুর বচন) দানবর্জিতং (দানরহিত) ন প্রবর্ততে (প্রযুক্ত হয় না) ভূরিদানম্ (প্রচুর দান) সৎক্রিয়াম্ (সমাদর) বিরহয্য ন (রহিত নয়), বিশেষশালিনী সৎক্রিয়া (অতিশয় সমাদর) গুণানুরোধেন (গুণানুসারে) বিনা (রহিত) ন প্রবর্ততে (প্রযুক্ত হয় না)। ১২

বঙ্গার্থ ঃ তাঁর অমায়িক সামনীতি (এক্ষেত্রে মধুর ব্যবহার) দানশূন্য নয়, প্রভূত দান আদরশূন্য নয় এবং তাঁর অতিশয় সমাদর নির্গুণপাত্রে প্রদর্শিত হয় না। ১২

ঘণ্টাপথ টীকা : অথ শ্লোকত্রয়েণ উপায়কৌশলং দর্শয়ন্ আদৌ সামদানে দর্শয়তি --- নিরত্যয়মিতি। তস্য দুর্য্যোধনস্য নিরত্যয়ং নির্বাধম্, অমায়িকমিত্যর্থঃ। অন্যথা জনানাং দুর্গ্রহত্বাদিতি ভাবঃ। সাম সান্ত্বম্। ''সাম সান্ত্বমুভে সমে'' ইত্যমরঃ। দানবর্জিতং ন প্রবর্ত্ততে, অন্যথা [লুব্ধপ্রবর্তনস্য] লুব্ধাদাবর্জনস্য শুষ্কপ্রিয়ৈর্বাক্যৈর্দুষ্করত্বাদিতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ --- ''লুব্ধমর্থেন গৃহ্ণীয়াত্। সাধুমঞ্জলিকর্ম্মণা। মূর্খং ছন্দানুরোধেন তত্ত্বার্থেন চ

পণ্ডিতম্'' ইতি। তথা ভূরি প্রভূতং, ন তু কদাচিত্ স্বল্পমিত্যর্থঃ। দানং ধনত্যাগঃ, সদিত্যাদরার্থেঽব্যয়ম্; ''আদরানাদরয়োঃ সদসতী'' ইতি নিপাতসংজ্ঞাস্মরণাত্। তস্য ক্রিয়াং সত্ক্রিয়াং বিরহয্য বিহায়। ''ল্যপি লঘুপূর্বাত্'' ইত্যয়াদেশঃ। ন প্রবর্ত্ততে, অনাদরে দানবৈফল্যাদিতি ভাবঃ। ন চৈবং সর্বত্র যেনাবিবেকিত্বং কোশহানিশ্চ স্যাদিত্যাহ --- প্রবর্ত্ততে ইতি। বিসেষশালিনী অতিশয়যোগিনী সত্ক্রিয়া আদরক্রিয়া গুণানুরোধেন গুণানুরাগেণ বিনা ন প্রবর্ত্ততে। ''পৃথগ্বিনা --'' ইত্যাদিনা তৃতীয়া। গুণেষ্বেবাদরো ভূরিদানঞ্চ ইতি ন উক্তদোষাবকাশ ইত্যর্থঃ। অত্র উত্তরোত্তরস্য পূবপূর্ববিশেষণতয়া স্থাপনাত্ একাবল্যলঙ্কারঃ। তদুক্তং কাব্যপ্রকাশে -- ''স্থাপ্যতেঽপোহ্যতে বাপি যথাপূর্বং পরং পরম্। বিশেষণতয়া যত্র বস্তু সৈকাবলী দ্বিধা'' ইতি॥ ১২ ।।

ঘণ্টাপথার্থ ঃ এবার পরপর তিনটি শ্লোকে দুর্যোধনের উপায় কৌশল বর্ণনা করতে প্রথমে সাম ও দাননীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে বললেন --- সেই দুর্যোধনের আচরণ অমায়িক ; নাহ'লে মানুষের কাছে গ্রহণীয় হবে না। তাঁর সামনীতি দানশূন্য ছিল না ; নাহ'লে লোভী ব্যক্তিরা কেবল শুদ্ধপ্রিয় বাক্যদ্বারা প্রবর্তিত হবে না। কথিত আছে --- লোভীকে অর্থদ্বারা, সজ্জনকে কৃতাঞ্জলি দ্বারা, মুর্খকে ছন্দানুরোধে, পণ্ডিতকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বশীভূত করা যায়। সামনীতির মত আবার তাঁর প্রচুর দান আদর শূন্য ছিল না, কারণ অনাদরের দান বিফল হয়। আবার ঐ আদরক্রিয়াটিও গুণানুরাগ বিনা হয় না। গুণীদের প্রতি থাকত আদর, সেখানে ভূরিদানরূপ দোষের অবকাশ থাকত না।

ব্যাকরণম্

নিরত্যয়ম্ — নিঃ (নাস্তি) অত্যয়ঃ (ধ্বংসঃ) যস্মাৎ তৎ (বহুব্রীহি)।

সাম— সো + মনিন্

বাগানুদ্বেগজননী সামেতি পরিকীর্ত্যতে।
সামাখ্যা সুনৃতে সান্ত্বে প্রিয়ে স্তোত্রে চ কীর্ত্যতে ॥

দানবর্জিতম্ — দানেন বর্জিতম্ (৩য়া তৎ)।

ভূরি — ভূ + ক্বিন্ (কর্তরি)।

বিরহয্য — বি --- রহ্ + ণিচ্ ল্যপ্।

সৎক্রিয়াম্ — সৎ (অব্যয়ম্) তস্য ক্রিয়া (৬ষ্ঠী তৎ) তাম্।

গুণানুরোধেন — গুণানাম্ অনুরোধঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তেন --- বিনাযোগে ৩য়া।

বিশেষশালিনী — বিশেষেণ শালতে (শোভতে) যা (উপপদ তৎ)। বিশেষ শাল + ণিনি তাচ্ছিল্যে।

এখানে একাবলী অলঙ্কার হয়েছে। লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে —

পূর্বং পূর্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরংপরম্।
স্থাপ্যত্যেঽপোহ্যতে যা চেৎ স্যাত্তদৈকাবলী দ্বিধা ॥

(১৩)

দুর্যোধনের দণ্ডনীতি প্রয়োগ সম্পর্কে বনেচরের দশম উক্তি —

বসূনি বাঞ্ছন্ন বশী ন মন্যুনা
স্বধর্ম ইত্যেব নিবৃত্তকারণঃ।
গুরূপদিষ্টেন রিপৌ সুতেঽপি বা
নিহন্তি দণ্ডেন স ধর্মবিপ্লবম্ ॥ ১৩ ॥

বসূনি বাञ্ছন্ন বশী ন মন্যুনা স্বধর্ম্ম ইত্যেব নিবৃত্তকারণঃ।
গুরূপদিষ্টেন রিপৌ সুতেঽপি বা নিহন্তি দণ্ডেন স ধর্ম্মবিপ্লবম্॥ ১৩ ।।

গদ্যপাঠ ঃ বশী স বসূনি বাঞ্ছন্ ন, মন্যুনা ন, কিন্তু নিবৃত্তকারণঃ স্বধর্ম ইত্যেব গুরূপদিষ্টেন দণ্ডেন রিপৌ সুতে অপি বা ধর্মবিপ্লবম্ নিহন্তি। ১৩

বাচ্যান্তরম্ ঃ বশিনা তেন.....নিবৃত্তকারণেন.....ধর্মবিপ্লবঃ নিহন্যতে। ১৩

শব্দার্থ ঃ বশী (জিতেন্দ্রিয়) বসূনি (ধনসমূহ) বাঞ্ছন্ ন (ইচ্ছা করে নয়), মন্যুনা ন (ক্রোধবশতঃ নয়) কিন্তু নিবৃত্তকারণং (লোভ প্রভৃতি কারণ থেকে নিবৃত্তির কারণ) স্বধর্মঃ (নিজের ধর্ম) ইত্যেব (এই জ্ঞানেই) গুরূপদিষ্টেন (গুরু কর্তৃক প্রদর্শিত) দণ্ডেন (শাসন দ্বারা) রিপৌ (শত্রুর উপর) সূতে অপি বা (অথবা পুত্রের উপরও) ধর্মবিপ্লবম্ (ধর্মাতিক্রম অর্থাৎ অধর্মকে) নিহন্তি (নাশ বা দমন করতেন)। ১৩

বঙ্গার্থ ঃ জিতেন্দ্রিয় তিনি দুর্যোধন অর্থলাভের ইচ্ছায় নয়, ক্রোধবশতঃ নয়, লোভ প্রভৃতি থেকে নিবৃত্তির কারণ হলো, স্বধর্মজ্ঞানে শত্রুর উপরই হোক আর পুত্রের উপরই হোক, গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট দণ্ডের দ্বারা তিনি ধর্মের গ্লানি বা বিপর্যয় দমন করেন। ১৩

ঘণ্টাপথ টীকা : অথ দণ্ডপ্রকারমাহ — বসূনীতি। বশী স দুর্য্যোধনো বসূনি ধনানি বাञ্ছন্ ন, লোভাত্ ন ইত্যর্থঃ। ''বসু তোয়ে ধনে মণৌ'' ইতি বৈজয়ন্তী। নিহন্তীতি শেষ। তথা মন্যুনা কোপেন ন চ। ''মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি'' ইত্যমরঃ। ''ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জিতঃ'' ইতি স্মরণাদিত্যর্থঃ। কিন্তু নিবৃত্তকারণঃ নিবৃত্তলোভাদিনিমিত্তঃ সন্ স্বধর্ম্ম ইত্যেব স্বস্য রাজ্ঞঃ সতো 'মম অয়ং ধর্ম্মো মমেদং কর্ত্তব্য' মিত্যস্মাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। ''অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্। অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।।'' ইতি স্মরণাদিতি ভাবঃ। গুরুপদিষ্টেন প্রাড্‌বিবাকোপদিষ্টেন। ''ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরস্কৃত্য প্রাড্‌বিবাকমতে স্থিতঃ। সমাহিতমতিঃ পশ্যেত্ ব্যবহারাননুক্রমাত্'' ইতি নারদস্মরণাত্। দণ্ডেন দমেন শিক্ষয়েত্যর্থঃ, রিপৌ সুতেঽপি বা স্থিতমিতি শেষঃ। এতেন অস্য সমদর্শিতত্বম্ উক্তম্। ধর্ম্মবিপ্লবং ধর্ম্মব্যতিক্রমম্, অধর্ম্মমিতি যাবত্। নিহন্তি নিবারয়তি। দুষ্ট এব অস্য শত্রুঃ, শিষ্ট এব বন্ধুঃ; ন তু সম্বন্ধনিবন্ধনঃ পক্ষপাতোঽস্তীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

ঘণ্টাপথার্থ ঃ এবার দণ্ডের নীতিটি বলেছেন। জিতেন্দ্রিয় দুর্যোধন লোভবশতঃ কাকেও হত্যা করেন না, সেরূপ ক্রোধবশতঃ নয়। ক্রোধ লোভবর্জিত হয়ে ধর্মশাস্ত্রানুসারে রাজা হিসাবে এইটিই আমার ধর্ম বা কর্তব্য। কারণ অদণ্ডনীয়কে দণ্ড দিয়ে এবং দণ্ডনীয়কে দণ্ড না দিয়ে রাজা জীবনে অকীর্তি লাভ করে নরকগামী হয় — এই শাস্ত্রব্যক্য স্মরণ করে প্রাক্‌বিবাকদের উপদেশ অনুসারে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে ব্যবহারানুক্রমে দম-শিক্ষা দ্বারা শত্রুতেই হোক আর পুত্রতেই হোক, ধর্মব্যতিক্রম অর্থাৎ অধর্মকে নাশ করেন। দুষ্টই তাঁর শত্রু এবং শিষ্টই মিত্র ; সম্বন্ধ নিবন্ধনে পক্ষপাত নাই ।

ব্যাকরণম্

বাঞ্ছন্ — বাঞ্ছ্ + শতৃ। ১মা, ১বচন।

বশী — বশঃ বা বশম্ অস্য অস্তীতি। বশ্ + ইনি।

মন্যুনা — মন + যু। হেতৌ ৩য়া।

স্বধর্মঃ — স্বঃ ধর্মঃ (কর্মধা) বা স্বস্য ধর্মঃ (৬ষ্ঠী তৎ) ইতি অব্যয় যোগে ১মা।

রিপৌ/সুতে — অধিকরণে ৭মী।

গুরূপদিষ্টেন — গুরুভিঃ উপদিষ্টঃ (৩য়া তৎ) তেন।

দণ্ডেন — করণে তৃতীয়া।

ধর্মবিপ্লবম্ — ধর্মস্য বিপ্লবঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। ধৃ + মন্ = ধর্মঃ। বি — প্লু + অপ্ বিপ্লবঃ।

নিহন্তি — নি — হন্ + লট্ তি।

বসুপর্যায়বাচক শব্দ —

দ্রব্যং বিত্তং স্বাপতেয়ং রিক্থম্ ঋক্থং ধনং বসু।
হিরণ্যদ্রবিণং দ্যুম্নম্ অর্থ রৈ বিভবা অপি ॥ অমরঃ

(১৪)

দুর্যোধনের ভেদনীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে বনেচরের একাদশ উক্তি —

বিধায় রক্ষান্ পরিতঃ পরেতরান্
অশঙ্কিতাকারমুপৈতি শঙ্কিতঃ।
ক্রিয়াপবর্গেষ্বনুজীবিসাৎকৃতাঃ
কৃতজ্ঞতামস্য বদন্তি সম্পদঃ ॥ ১৪ ॥

বিধায় রক্ষান্ পরিতঃপরেতরান্ অশঙ্কিতাকারমুপৈতি শঙ্কিতঃ।
ক্রিয়াপবর্গেষ্বনুজীবিসাৎকৃতাঃ কৃতজ্ঞতামস্য বদন্তি সম্পদঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাকরণম্

রক্ষান্— রক্ষ্ + অচ্ (২য়া বহুবচন)।

পরেতরান্— পরেভ্যঃ ইতরে — (৫মী তৎ) তান্।

অশঙ্কিতাকারম্— ন শঙ্কিতঃ (নঞ্ তৎ), অশঙ্কিতস্য আকারঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তম্।

উপৈতি— উপ ইন্ + লট্ তি।

শঙ্কিতঃ— শঙ্কা সঞ্জতা অস্য ইতি শঙ্কা + ইতচ্।

ক্রিয়াপবর্গেষু— ক্রিয়াণাম্ অপবর্গাঃ — (৬ষ্ঠী তৎ) তেষু। ভাবে সপ্তমী।

কৃতজ্ঞতাম্— কৃতং জানাতি ইতি কৃতজ্ঞঃ (উপপদ তৎপুরুষ) তস্য ভাবঃ কৃতজ্ঞতা।

(১৫)

দুর্যোধনের যথাযথ সামাদি উপায় প্রয়োগের ফলে অর্থবৃদ্ধি সম্পর্কে বনেচরের দ্বাদশ উক্তি —

অনারতং তেন পদেষু লম্ভিতা
বিভজ্য সম্যগ্ বিনিয়োগ-সৎক্রিয়া।
ফলন্ত্যুপায়াঃ পরিবৃংহিতায়তী
রুপেত্য সঙ্ঘর্ষমিবার্থসম্পদঃ ॥ ১৫ ॥

অনারতং তেন পদেষু লম্ভিতা বিভজ্য সম্যগ্বিনিয়োগসৎক্রিয়াঃ।
ফলন্ত্যুপায়াঃ পরিবৃংহিতায়তীঃ উপেত্য সঙ্ঘর্ষমিবার্থসম্পদঃ॥ ১৫ ॥

গদ্যপাঠ ঃ তেন সম্যক্ বিভজ্য পদেষু বিনিয়োগ-সংক্রিয়াঃ লম্ভিতাঃ উপায়াঃ সংঘর্ষম্ উপেত্য ইব পরিবৃংহিতায়তী অর্থসম্পদঃ অনারতম্ ফলন্তি। ১৫

বাচ্যান্তরম্ ঃ ...বিনিয়োগসৎক্রিয়ৈ লম্ভিতৈঃ উপায়ৈঃ পরিবৃহিতায়তয়ঃ ...ফলান্তে। ১৫

শব্দার্থ ঃ তেন (দুর্যোধন কর্তৃক) সম্যক্ বিভজ্য (যথাযথ বিবেচনা করে) পদেষু (বস্তুসমূহে বা কর্মসমূহে) বিনিয়োগ সৎক্রিয়া (প্রয়োগরূপ সমাদর) লম্ভিতাঃ (প্রাপিত) উপায়াঃ (নীতিগুলি) সংঘর্ষম্ (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) উপেত্য ইব (লাভ করেই যেন) পরিবৃংহিতায়তীঃ (উত্তরকালে) অর্থসম্পদঃ (বহু অর্থসম্পদ) অনারতম্ (সর্বদা) ফলন্তি (দান করে)। ১৫

বঙ্গার্থ ঃ দুর্যোধন কর্তৃক যথাযথরূপে বিবেচনা করে বিষয়সমূহ বা যোগ্যপাত্রে প্রয়োগরূপ সমাদর প্রাপিত হওয়ায় (অর্থাৎ সমাদর প্রযুক্ত হওয়ায় উপায়গুলি পরস্পরের

সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই যেন উত্তরকালেও সর্বদা প্রচুর অর্থসম্পদ (প্রসব) দান করে। ১৫

ঘণ্টাপথ টীকা : অথ উপায়প্রয়োগস্য ফলবত্তাং দর্শয়তি — অনারতমিতি। তেন রাজ্ঞা দুর্য্যোধনেন পদেষু উপায়বস্তুষু। ''পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রি বস্তুষু'' ইত্যমরঃ। সম্যক্ অসঙ্কীর্ণম্ অব্যস্তং চ বিভজ্য বিবিচ্য বিনিয়োগ এব সৎক্রিয়া অনুগ্রহঃ সৎকার ইতি যাবৎ, যাসাং তা লম্ভিতাঃ স্থানেষু সম্যক্ প্রযুক্তা ইত্যর্থঃ। উপায়বিশেষণং বা, উপায়াঃ সামাদয়ঃ সঙ্ঘর্ষং পরস্পরস্পর্দ্ধামুপেত্য ইব ইতি উৎপ্রেক্ষা। পরিবৃংহিতায়তীঃ প্রচিতোত্তরকালাঃ, স্থিরাইত্যর্থঃ। অর্থসম্পদোঽনারতম্ অজস্রং ফলন্তি প্রসুবতে ইত্যর্থঃ॥ ১৫ ।।

ঘণ্টাপথার্থ ঃ এরপর উপায় প্রয়োগের সফলতা দেখান হচ্ছে — দুর্যোধন কর্তৃক যথাযথ বিবেচনা পূর্বক সৎকৃত উপায়গুলি যেন সৎকারের প্রতিদানে পরস্পর স্পর্ধাসহকারে ভবিষ্যতে স্থায়ী ও ব্যাপক অজস্র ফল প্রসব করছে।

ব্যাকরণম্

অনারতম্ — ন আরতম্ (নঞ তৎ) নঞ — আঙ্ — রম্ + ক্ত।

লম্ভিতাং — লভ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি।

তেন — অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

পদেষু — অধিকরণে ৭ মী।

বিনিয়োগসৎক্রিয়াঃ—বিনিয়োগঃ এব সৎক্রিয়াঃ (কর্মধারয়ঃ)।

পরিবৃংহিতায়তী —পরিবৃংহিতা (বৃদ্ধিং প্রাপিতা) আয়তিঃ যাসাং তাঃ (বহুব্রীহিঃ)।

অর্থসম্পদঃ— অর্থানাং সম্পদঃ (ষষ্ঠী তৎ) অথবা অর্থাঃ এব সম্পদঃ (কর্মধা)।

এখানে **উৎপ্রেক্ষা** অলঙ্কার হয়েছে। লক্ষণ —

ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা ।।

(১৬)

দুর্যোধনের প্রতি রাজন্যবর্গের আনুগত্য সম্পর্কে বনেচরের ত্রয়োদশ উক্তি —

অনেকরাজন্য-রথাশ্বসঙ্কুলং
তদীয়মাস্থান-নিকেতনাজিরম্।
নয়ত্যযুগ্মচ্ছদগন্ধি রার্দ্রতাং
ভৃশং নৃপোপায়ন দন্তিনাং মদঃ ॥ ১৬ ॥

অনেকরাজন্যরথাশ্বসঙ্কুলং তদীয়মাস্থাননিকেতনাজিরম্।
নয়ত্যযুগ্মচ্ছদগন্ধিরার্দ্রতাং ভৃশং নৃপোপায়নদন্তিনাং মদঃ॥ ১৬ ।।

শ্লোক-১৬

গদ্যপাঠ ঃ অযুগ্মচ্ছদগন্ধিঃ নৃপোপায়নদন্তিনাম্ মদঃ অনেকরাজন্য রথাশ্বসঙ্কুলম্ তদীয়ম্ আস্থাননিকেতনাজিরম্ ভৃশম্ আর্দ্রতাম্ নয়তি। ১৬

বাচ্যান্তরম্ ঃ অযুগ্মচ্ছদগন্ধিনা.....মদেন.....নীয়তে। ১৬

শব্দার্থ ঃ অযুগ্মচ্ছদগন্ধিঃ (সপ্তপর্ণ পুষ্পের গন্ধবিশিষ্ট) নৃপোপায়নদন্তিনাং (নৃপগণকর্তৃক উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হস্তিসমূহের) মদঃ (মদবারি), অনেকরাজন্য রথাশ্ব সংকুলম্ (বহু রাজাদের রথও অশ্বে সমাকীর্ণ) তদীয়ম্ (তাঁর) আস্থাননিকতনাজিরম্ (সভা গৃহের প্রাঙ্গণ) ভৃশম্ (অত্যন্ত) আর্দ্রতাম্ নয়তি (সিক্ত হয়)। ১৬

বঙ্গার্থ ঃ নৃপগণ কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হস্তিসমূহের সপ্তপর্ণ পুষ্পের গন্ধবিশিষ্ট মদবারি, বহুরাজার রথ ও অশ্বে সমাকীর্ণ তাঁর সভাগৃহের প্রাঙ্গণকে অত্যন্ত সিক্ত করে থাকে। ১৬

ঘণ্টাপথ টীকা : অর্থসম্পদমেবাহ — অনেকেতি। অযুগ্মচ্ছদস্য সপ্তপর্ণপুষ্পস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য অসৌ অযুগ্মচ্ছদগন্ধিঃ। ''সপ্তম্যুপমান — '' ইত্যাদিনা বহুব্রীহিরুত্তরপদলোপশ্চ। ''উপমানশ্চ'' ইতি সমাসান্ত ইকারঃ। নৃপাণাম্ উপহারভূতা যে দন্তিনঃ তেষাং মদঃ। ''উপায়নমুপগ্রাহ্যমুপহারস্তথোপদা'' ইত্যমরঃ। রাজ্ঞাম্ অপত্যানি পুমাংসো রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়াঃ। ''রাজশ্বশুরাদ্যত্'' ইতি যত্প্রত্যয়ঃ। রাজ্ঞেঽপত্যে জাতিগ্রহণাত্ অণ, রথাশ্চ অশ্বাশ্চ রথাশ্বং, সেনাঙ্গত্বাদেকবদ্ভাব)। অনেকেষাং রাজন্যানাং রথাশ্বেন সঙ্কুলং ব্যাপ্তং তদীয়ম্ আস্থাননিকেতনাজিরং সভামণ্ডপাঙ্গণম্। ''অঙ্গণং বত্বরাজিরে'' ইত্যমরঃ। ভৃশম্ অত্যর্থম্ আর্দতাং পঙ্কিলত্বং নয়তি। এতেন মহাসমৃদ্ধিঃ অস্য উক্তা। অতএব উদাত্তালঙ্কারঃ। তথা চালঙ্কারসূত্রম্। — ''সমৃদ্ধিমদ্বস্তুবর্ণনমুদাত্ত)'' ইতি॥ ১৬ ।।

ঘণ্টাপথার্থ ঃ (দুর্যোধনের) অর্থসম্পদ সম্বন্ধে এবার বলছে যে, সপ্তপর্ণীপুষ্পের গন্ধবিশিষ্ট রাজাদের উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হাতীগুলির মদবারি আর বহু ক্ষত্রিয় রাজাদের রথ এবং অশ্বে পরিব্যাপ্ত তাঁর সভামণ্ডপের অঙ্গণটিকে ভীষণ পঙ্কিল করছে। এর দ্বারা দুর্যোধনের বিশাল সমৃদ্ধি সূচিত হয়েছে ।

ব্যাকরণম্

অনেকরাজন্যরথাশ্বসঙ্কুলম্ — ন একঃ অনেকঃ (নঞ তৎ) অনেকে রাজন্যাঃ (কর্মধা) রথাশ্চ অশ্বাশ্চ রথাশ্বম্ (দ্বন্দ্বঃ) অনেকরাজন্যানাং রথাশ্বম্ (৬ষ্ঠী তৎ) তেন সঙ্কুলম্ (৩য়া তৎ)।

তদীয়ম্— তস্য ইদম্ ইতি তদ্ + ছ।

আস্থাননিকেতনাজিরম্ — অস্থানম্ এব নিকেতনম্ — (কর্মধারয়ঃ)। তস্য আজিরম্ — (৬ষ্ঠী তৎ)। 'সমজ্যাপরিষদ্ গোষ্ঠী সভা-সমিতি-সং

সদঃ। আস্থানী ক্লীবমাস্থানং স্ত্রীনপুংসকয়োঃ সদঃ' ॥
ইত্যমরঃ।

অযুগ্মচ্ছদগন্ধিঃ --- ন যুগ্মম্ যেষু তে (বহুব্রীহিঃ), অযুগ্মাঃ ছদাঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ) তস্য গন্ধঃ ইব গন্ধঃ যস্য (বহুব্রীহিঃ)।

নৃপোপায়নদন্তিনাম্-- নৃপাণাম্ উপায়নানি (৬ষ্ঠী তৎ)। তানি এব দন্তিনঃ (কর্মধারয়ঃ) তেষাম্।

মদঃ— মদ্ + অপ্। 'মদোরেতসি কস্তুর্য্যাং গর্বেহর্ষমদানয়োঃ ॥ মেদিনী।

এখানে **উদাত্ত অলঙ্কার** হয়েছে। লক্ষণ-সাহিত্য দর্পণে — যথা —

'লোকাতিশয় সম্পত্তিবর্ণনোদাত্তমুচ্যতে।
যদ্বাপি প্রস্তুতস্যাঙ্গং মহতাংচরিতং ভবেৎ ॥